মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

অক্টোবর ২০২৫
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩২
রবিউস সানি-জুমাদাল উলা ১৪৪৭
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০১

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন
ইসলামী সমাজে অমুসলিমদের অধিকার
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৪
দারসুল হাদীস ॥
ইখলাস : ‘ইবাদাত কবুলের পূর্বশর্ত
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ॥ ১৭
চিন্তাধারা
বাংলাদেশের নিরাপত্তা
আবুল আসাদ ॥ ২৫
সমাজে প্রচলিত মিথ্যার ধরণ ও ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যার শাস্তি
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥॥ ৩১
ইসলাম ও রাজনীতি কি আলাদা : একটি পর্যালোচনা
প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ ॥ ৪৪
আন্তর্জাতিক
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, মার্কিন হামলা ও চুক্তি ভঙ্গুরতা
মীযানুল করিম ॥ ৪৯
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৭

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজি: ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

'মাসিক পৃথিবী'র ৪৫তম বর্ষে পদার্পণ

সম্মানিত পাঠক! আপনাদের প্রিয় পত্রিকা 'মাসিক পৃথিবী' এ মাসে ৪৫তম বর্ষে পা দিয়েছে। পিছনে ফেলে এসেছে স্মৃতিবিজড়িত সুদীর্ঘ অতীত। এ দীর্ঘ সময়ে যারা পৃথিবীর সাথে পথ চলেছেন, তাদের মধ্যে যারা আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছেন তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

মাসিক পৃথিবীর জন্য আরেকটি নতুন বছরের শুভ সূচনা হলো। নতুন বছরে এবং আগামী বছরগুলোতে পৃথিবী যেন তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ধারণ ও তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারে সেই কামনাই করছি। পাঠকদের কাছে দু'আ চাচ্ছি পৃথিবীকে আমরা যেন পৃথিবীবাসীর উভয় জগতের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত রাখতে পারি।

পৃথিবীর নতুন বর্ষে পদার্পণে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি সম্মানিত পাঠকবর্গকে, যারা তাদের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে পৃথিবীকে সযত্নে স্থান দিয়েছেন। লেখক, গবেষকবৃন্দকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাদের গবেষণালব্ধ লেখা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। কর্মকর্তা/কর্মচারী, গ্রাহক, এজেন্টসহ মাসিক পৃথিবীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পৃথিবীকে পাঠকদের উপযোগি করে প্রস্তুত করে তাদের নিকট পৌঁছে দেন।

পৃথিবীকে আরো সুন্দর, আরো তথ্যবহুল এবং সর্বমহলে আরো গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য সকলের নিকট পরামর্শ, সহযোগিতা ও দু'আ কামনা করছি।

তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো মাসিক পৃথিবীকে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং পাঠ করানো। কারণ আল্লাহ তা'আলা নানা ওসিলায় মানুষকে হিদায়াত দান করেন। মাসিক পৃথিবীও তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ জন্য পাঠকদের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন, পৃথিবীকে অধিকতর জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানোর জন্য ভূমিকা রাখুন। আশা করা যায় এর মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ লাভের পাশাপাশি নিজেরও কল্যাণ সাধিত হবে। আল্লাহ যেন আমাদের খেদমতকে কবুল করেন। আমীন।। ■

ইসলামী সমাজে অমুসলিমদের অধিকার

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}

অনুবাদঃ ‘দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরাণদেরকে ভালবাসেন’, [আল-মুমতাহিনাহ- ৬০ :৮]।

নামকরণঃ সূরাটির ১০ নং আয়াতে উল্লেখিত **فَامْتَحِنُوهُنَّ** ক্রিয়া পদ থেকে ‘মুমতাহিনা’ শব্দ চয়ন করে নাম করণ করা হয়েছে, যার অর্থ পরীক্ষার্থিনী’ অর্থাৎ যে মহিলাকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

নাযিলের সময়-কালঃ অষ্টম হিজরীতে মাক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে এ সূরাটি নাযিল হয়।

মূল বিষয়বস্তুঃ প্রসিদ্ধ সাহাবী হাতিব ইবন আবু বালতা'য়া (রা) এর মাক্কা অভিযান বিষয়ে চিঠি প্রেরণ। হিজরাত পরবর্তী মাক্কায় অবস্থিত ও মাদীনায় হিজরাতকারী স্বামী-স্ত্রীদের বিবাহ বন্ধন, মাহর এবং মহিলাদের বাই'য়াত গ্রহণ প্রসঙ্গ।

তাফসীর ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ অমুসলিমদের মধ্যে যারা মুসলিমদের সাথে দীনের বিষয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, তাদের প্রতি যুলম-নির্যাতন করেনি এবং তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি এবং তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়নি তাদের প্রতি কেমন আচরণ হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা মুসলিমদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সহাবস্থান করতে চায় তাদের সাথে কিভাবে বসবাস করা হবে সে বিষয়ে আল-কুরআনে নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, **لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ** ‘দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। অর্থাৎ সকল প্রকার অমুসলিম এবং ভিন্ন মতবাদের লোকেরা যারা মুসলিমদের সাথে

অসাদচরণ এবং শত্রুতা বর্জন করে এক সাথে শান্তি, নিরাপত্তার সাথে মিলে-মিশে একত্রে বসবাস করতে চায়, এ আয়াতসহ অন্যান্য দলীল প্রমাণ থেকে ইসলামে সহাবস্থান প্রিয় অমুসলিমদের প্রতি আচরণ এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষিত হয়েছে, [তাফসীর ইবন জারীর তাবারী ২৫/৬১১]। যা সকলের ইনসাফপূর্ণ সহাবস্থানকে নিশ্চিত করে। বস্তুতঃ দুনিয়ার সব মানুষেরই ন্যায়-নিষ্ঠ আচার-আচরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যিম্মী অমুসলিম, চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিম এবং শত্রু অমুসলিমসহ সকল মানুষই সমান। অন্যান্য আয়াতেও বিষয়গুলো বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}

'আর স্মরণ করুন! যখন আমরা ইসরাঈল- সন্তানদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে ভালভাবে কথা বলবে', [আল- বাকারাহ- ২: ৮৩]। অর্থাৎ নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলামনে বলবে। আল্লাহ তা'আলা মুসা ও হারুন (আ)কে ফির'আউনের সাথে নরম কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন, [সূরা ত্বা- হা: ৪৪]। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের প্রতিনিধি দলের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেছেন। তিনি বলেন, তারা আমাদের সম্মানিত বন্ধু ছিলেন, সুতরাং আমি আমার নিজ হাতে সম্মান করতে পছন্দ করি', [শু'আবুল ঈমান ৩/১৬৩, নং ২৬১৭]।

আসমা বিনত আবু বাকর (রা) যখন তার মুশরিক মায়ের সেবা-শুশ্রুষার অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন, **نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ** 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সেবা ও যত্ন কর', [সাহীহুল বুখারী ৩/১৬৪, নং ২৬২০, সাহীহ মুসলিম, পৃ. ৬৩৫, নং ২৬২০]।

মহান আল্লাহর বাণী, وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 'এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে (তোমাদেরকে নিষেধ করেন না)। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন'। যেসব অমুসলিম মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে অংশ গ্রহণও করেনি, এ আয়াতে তাদের প্রতি ইনসাফ করা, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি করুণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, [তাফসীরুত তাবারী ২৫/৬১২]। বস্তুতঃ সকল মানুষেরই ন্যায়- ইনসাফ পাওয়ার অধিকার আছে। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা ও শাসণ কায়েম করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ}

'আর তোমরা মানুষের মাঝে শাসন- ফায়সালা করলে আদল ও ইনসাফের সাথে ফায়সাল করা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই না চমৎকার', [আন- নিসা- ৪: ৫৮]।

আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى}

'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, ইহসান ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন', [আন্- নাহল- ১৬: ৯০]। সকল যুগের সকল মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের উপর কিতাব ও মীযান (ন্যায়ের পাল্লা) নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন,

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}

'আমরা অবশ্যই আমাদের রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের মানদন্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে', [আল-হাদীদ- ৫৭: ২৫]।

মানুষ হিসেবে সম্মান প্রদর্শন: ইসলাম মানুষের মর্যাদার হেফাযত করেছে এবং তাদের মান- সম্মান ও অবস্থান সুউচ্চে তুলে ধরেছে। মুসলিম ও অমুসলিম সব মানুষই আদম ('আ) এর সন্তান। একই উৎস থেকে সকলের সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً }

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন', [আন- নিসা- ৪: ১]। মহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

'হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত', [আল- হুজুরাত - ৪৯: ১৩]। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

'আর সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট', [সুনানুত তিরমিযী ৬/২২, নং ৩৯৫৬, হাদীসটি হাসান সাহীহ]। এ সব দলীল- প্রমাণে সকল মানুষের জন্মের উৎস যে একই তা স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সকল আদম সন্তানকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন।

আল্লাহর রাসূলও মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতেন। তাই অমুসলিম মৃত ব্যক্তির লাশ হলেও তিনি দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতেন এবং সাহাবীগণকেও নির্দেশ দিতেন। জাবির (রা) বলেন,

مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ، فَقُومُوا

একবার আমাদের সম্মুখ দিয়ে একটি লাশ অতিক্রম করছিল, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাশটির উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তার সাথে দাঁড়ালাম এবং আমরা বললাম হে আল্লাহ রাসূল! এটা তো একজন ইহুদীর লাশ। তখন তিনি বলেন, তোমরা যখন কোন লাশ দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে', [সাহীহুল বুখারী ২/৮৫, নং **১৩১১**]। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, أَلَيْسَتْ نَفْسًا 'ইহুদীর লাশ কি মানুষ না?', [সাহীহ মুসলিম ২/৬৬১, নং ৯৬১]।

মানুষ হিসেবে মানুষের রয়েছে মানবিক অধিকার। পৃথিবীর সকল কিছু মানুষের স্বার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, আলো, বাতাস, অক্সিজেন, পানি, বসবাস ও উৎপাদনের জন্য যমীন, কল-কারখানার উপকরণ ইত্যাদি সৃষ্টি করে এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সকল মানুষকে অধিকার দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সকল মানুষ সমান। তবে তাঁর কাছে বিশেষ সম্মানিত মানুষ হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি মানুষের ঈমান, তাকওয়া ও সঠিক 'আকীদার ধারক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মানুষ স্বভাবগতভাবে ভিন্ন মেজাজ, ভিন্ন রুচি ও স্বাদের অধিকারী। এর উপর ভিত্তি করে তাদের চিন্তা, বিশ্বাস, আচার- আচরণে পার্থক্য হয়। মানুষ এসব ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ও ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার ধারক বাহক হওয়ার পরে সব মানুষ একমুখী, এক ধ্যান ও খেয়ালের না হয়ে নানা বিশ্বাসের ও মত-পথের হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ হয়তঃ এমনটাই চেয়েছেন। অন্যথায় তিনি সকল মানুষকে এক জাতি হিসেবেই রাখতে পারতেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ}

'আর আপনার রব ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারীই রয়ে গেছে', [হুদ- **১১: ১১৮**]। অর্থাৎ তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসে বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হবেই।

তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর মানুষকে দেয়া স্বাধীনতা ব্যবহার করে ইসলামকে আকীদাহ-বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ না করে, সেক্ষেত্রে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। তবে মানুষের এই পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা ও ইনসাফের উপর সহাবস্থান করতে চাইলে ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক ও অধিকার প্রতিষ্ঠার নীতি ও বিধান মেনে চলা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে মানুষ তাদের নিজেদের যার যার আকীদাহ-বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সে আলোকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও সংস্কৃতি চর্চার উপরে থেকেও আল্লাহর সর্বজনীন সামাকিজ, বিচারিক, মানবিক ও ইনসাফের বিধান অনুসরণ করলে সবাই নিশ্চিতভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সমাজে বসবাস করতে

পারবে। তাই মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের অধিকারও মুসলিমদের মতই সংরক্ষিত। এ অধিকার ক্ষুন্ন করার কোন সুযোগ নেই। যেমন;

এক. ধর্মীয় ক্ষেত্রে: ইসলাম ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল ধর্মাবলম্বী মানুষকে সবধরনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমন;

১. আকীদাহ– বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সত্যিকার অর্থে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পরকালের মুক্তি ও পুরস্কার লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে। তবুও মানুষকে ধর্ম হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}

'দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর–জবরদস্তি নেই; বস্তুতঃ সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে', [আল–বাকারাহ- ২: ২৫৬]। তাই পিতাও তার পুত্রকে জোর করে ইসলামে প্রবেশ করাতে পারে না। আবার পুত্রও পিতাকে বাধ্য করতে পারে না [ইবন কাসীর ১/৬৮২]। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও মানুষদেরকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}

'আর আপনার রব ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই ঈমান আনত; তবে কি আপনি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর বজরদস্তি করবেন?', [ইউনুস– ১০: ৯৯]। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই চাননি যে, সকল মানুষ ঈমান আনুক। তিনি চাইলে তা তাঁর জন্য কঠিন ছিল না। মুসলিমদের হাতে বিজিত প্রচুর দেশ ও রাষ্ট্রের সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরান থেকে আগত খৃষ্টানদের প্রতিনিধি দলের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলে, তাদের কিছু লোক ঈমান আনে এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদের সকলকেই সমান সম্মান দিয়েছেন এবং পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছেন, [ইসমা'ঈল ফারুকী, ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার, পৃ. ৫৭] ।

২. 'ইবাদত–বন্দেগী ও উপাসনা কর্ম–পরিপালনের অধিকার, সকল ধর্মের মানুষের 'ইবাদত–বন্দেগী, উপাসনা কর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা 'আকীদাহ– বিশ্বাসের অপরিহার্য বিষয়। আল–কুরআন স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে যে, ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য হচ্ছে সকল মানুষের ধর্মীয় উপাসনালায় সংরক্ষণ করা ও তাদের আচার– অনুষ্ঠান ভয়– ভীতি মুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশে উদযাপন করার অধিকার নিশ্চিত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا}

'আল্লাহ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে নাসারা সংসারত্যাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ– যাতে

খুব বেশী আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, বিধ্বস্ত হয়ে যেত', [আল-হাজ্জ- ২২: ৪০]। অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার একটি বড় উদাহরণ হচ্ছে, তাদের দেব- দেবতা, উপাস্যদেরকে গালি দিতে এবং ধর্মীয় বিধি- বিধানকে তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ}

'আর আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা অজ্ঞানবশতঃ শত্রুতামূলকভাবে আল্লাহকেও গালি দেবে; এভাবে আমরা প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুন্দর্যমন্ডিত করেছি', [আল- আন'আম- ৬: ১০৮]।

৩. কথা বলা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠা ও সম্মান রেখে আইনের সীমানায় থেকে তাদের মিটিং করা, সমাবেশ করে কথা বলার অধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাছাড়াও দেশের আইন কানুন মেনে বিভিন্ন প্রকারের সংস্থা ও সংগঠন কায়েম করে তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনা করার ইখতিয়ার থাকবে, [আব্দুল কারীম যায়দান, আহকামুয যিম্মীইনা, পৃ. ৮৬]। এমনকি তাদের সংসদীয় আসনও থাকতে পারে। সেখানে তারা তাদের সমস্যা ও প্রয়োজনগুলো নিয়ে কথা বলবে এবং সরব হবে।

দুই. সামাজিক অধিকার, অমুসলিমদের সামাজিক অধিকার রয়েছে। যেমন;

১. **বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করা,** অমুসলিমদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে, তাদেরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়া। তারা মুসলিমদের সাথে একই শহর, বন্দর, গ্রামে- গঞ্জে বাসবাস করুক কিংবা তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস করুক। ইবন হাযম বলেন, মুসলিম দেশের অধিবাসী অমুসলিমদের উপর বহিরাগত যোদ্ধারা আক্রমণ করতে এবং তাদের জান মালের ক্ষতি করতে আসে, তখন মুসলিম সরকার ও প্রয়োজনে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং সকল শক্তি নিয়ে প্রতিহত করবে। কেননা তাদেরকে তাদের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এটা নাগরিক হিসেবে তাদের সাথে চরম বে- ঈমানী। এজন্যেই ইমাম ইবন তাইমিয়া তাতার রাজা কাতলু শাহর নিকট থেকে অমুসলিম বন্দীদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মুসলিম বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নিতে রাযী হননি, [ড. আল-কারযাভী, মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের অধিকার, পৃ. ১০]।

২. **অভ্যন্তরীণ শত্রুতা ও আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়া**, অমুসলিমদের দেশে ভেতরের শত্রুতা ও আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মান, ঘর- বাড়ি এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকারের হেফাযতের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সুতরাং তাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিপীড়ণ উত্যক্ত ও বিরক্ত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি যুলম করে বা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে কিংবা তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার কাছ থেকে জোর করে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তাহলে আমি কিয়ামাতের দিন তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হব', [সুনান আবি দাউদ ৩/১৭১, নং ৩০৫২. আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]। তিনি আর বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

'যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ ৪০ বছরের দুরত্ব থেকেও পাওয়া যায়', [সাহীহুল বুখারী ৪/৯৯, নং ৩১৬৬]।

তাদের প্রতি সীমালংঘনের একটি নিদর্শন হচ্ছে, তাদেরকে বাতিল বলে অপবাদ দেয়া। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সাবধান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন। আর আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হবেন না। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে আপনি তাদের পক্ষ হয়ে তর্কবিতর্ক করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারী, পাপীকে পছন্দ করেন না', [আন নিসা- ৫: ১০৫-১০৭]। এ আয়াতের শানে নুযূল থেকে জানা যায় যে, ইসলামের সাধারণ নীতি হচ্ছে, মাযলুমের পক্ষ অবলম্বন করা, তার দীন-ধর্ম যাই হোক না কেন। এ আয়াতে আল-কুরআন একজন ইহুদীকে চোরের অপবাদ থেকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। একজন মুসলিম ব্যক্তি ঐ ইহুদীর প্রতি চুরির এ অপবাদটি দিয়েছিল, [আত্- তিরমিযী ৫/২৪৪, নং ৩০৩৬, আল-মুস্তাদরাক ৪/৩৮৫]।

৩. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, অমুসলিমগণ ঠিক মুসলিমদের মতই মালিকানা লাভের অধিকার ভোগ করবে। তারা যেসব চুক্তি ও লেনদেনের মাধ্যমে মালিকানা অর্জন করবে সবগুলোতেই তারা স্বাধীনভাবে তার ব্যয়-ব্যবহার করতে পারবে। ইচ্ছামত সেগুলোর উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সুদী কারবার ছাড়া অন্যান্য কারবারে তাদের প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাবে না। তাই তারা তাদের জন্য নির্দিষ্ট বাজার-ঘাটে শুকর ও মদের কেনা-বেচা করার অধিকার পাবে। বরং তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মুসলিমদের চেয়েও অধিক প্রশস্ত। মদ ও শুকরের ব্যবসা তাদের

জন্য বৈধ। তাছাড়াও তারা তাদের বাড়ি– ঘরকে শুকর যবাই করার স্থান হিসেবে কিংবা মদের গোডাউন হিসেবে অথবা গীর্জা বানানোর জন্যও ঘোষণা দিতে পারে, ['আব্দুল হামীদ, আকাললিয়া ফিল মুজতামা'ইল ইসলামী, পৃ. ১৫৭]। মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের এমন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কারণে তারা বিশাল বিত্ত–বৈভবের মালিক হয়। তাদেরকে যাকাত দিতে হয় না, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয় না। এর পরিবর্তে তাদেরকে সামান্যই কর দিতে হয়।

৪. সদাচরণ ও ন্যায়– ইনসাফ পাওয়ার অধিকার, অমুসলিমদের সদাচরণ ও ন্যায়–ন্যায্যতা পাওয়ার অধিকার সংরক্ষিত। অমুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবেই সদাচরণ, স্নেহ– সম্মান মান–মর্যাদা ইত্যাদি পাওয়ার অধিকার রাখে। সব মানুষের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **{وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}**'আর তোমরা মানুষের সাথে ভালভাবে কথাবার্তা বল', [আল– বাকারাহ– ২: ৮৩]। মহান আল্লাহ আর বলেন,

{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ}

'আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহল কিতাবে সাথে বিতর্ক করবে না। তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে যুলম করেছে', [আল– 'আনকাবুত– ২৯: ৪৬]। আয়াতে কিতাবীদের কথা বলা হলেও সব অমুসলিমদের জন্য একইভাবে উত্তম উপায়ে তর্ক–বিতর্ক করতে হবে। কঠোর কথাবার্তার জবাব নম্র ভাষায়, ক্রেধের উত্তর সহনশীলতার সাথে দিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ}

'মন্দের মোকাবেলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা; তারা (আমাকে) যে গুণে গুণান্বিত করে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত', [আল– মু'মিনুন- ২৩: ৯৬]। অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, যুলমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নিষ্ঠুরতাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন।

সকল মানুষের প্রতি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের গুরুত্বপুর্ণ উদ্দেশ্য। এ জন্যে নাবী–রাসূলগণের কাছে কিতাব ও ন্যায়ের মানদন্ড দাঁড়িপাল্লা নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}

'আমরা অবশ্যই আমাদের রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের প্রতি নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়েরপাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে', [আল–হাদীদ– ৫৭: ২৫]। আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}

'তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার ও শাসন করবে', [আন– নিসা– ৪: ৫৮]। অর্থাৎ যে কোন বিচার ও মোকদ্দমা আল্লাহর বিধান দিয়ে বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, দীন ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক

ও ন্যায়সংগত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফারয, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/৪৩৯]। আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ}

'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, ইহসান (সদাচরণ) ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন', [আন্- নাহল- ১৬: ৯০]। তাই সকলের প্রতি ইনসাফ করা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা মহান আল্লাহর নির্দেশ। এমনকি যাকে তুমি অপছন্দ কর বা যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে তার প্রতিও তোমাকে ইনসাফ করতে হবে। কোন ভাবেই তার প্রতি যুলম করা, তার অধিকার খর্ব করা এবং ফায়সালার ক্ষেত্রে বৈষম্য করার কোন বৈধতা নেই। আল্লহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত', [আল মায়িদাহ- ৫: ৮]।

তিন. আইনগত অধিকার, মুসলিম দেশে অমুসলিমদের আইনগত অধিকারও পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষিত। মুসলিম দেশে আইন সকলের জন্য সমান। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য নেই।

১. **ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচার পাওয়ার অধিকার,** অমুসলিমগণের মুসলিম দেশে নাগরিক অধিকার নিয়ে থাকার অর্থই হচ্ছে মুসলিমদের সাথে সকল প্রকার অধিকার নিয়ে মিলেমিশে একত্রে বসবাস করা। এটা কোন বৈষম্য ও পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য করার কোন চুক্তি নয়। তাই অমুসলিমগণও মুসলিমদর মতই ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মাানিত নাগরিক। মুসলিমদের জন্য যা প্রযোজ্য অমুসলিমদের জন্যও তাই প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম হিসেবে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামী আইনের চোখে সকলেই সমান। ইসলামী আইন ও বিধানের কাছে বিচার চাওয়া অমুসলিমদের জন্য অপরিহার্য এবং এটা তাদের অধিকারও। এ ব্যাপারে আইনজ্ঞগণ একমত যে, প্রত্যেক অভিযোগের এক পক্ষ মুসিলম হলে ইসলামী বিচার জন্য আবশ্যক যে, অভিযোগটি খতিয়ে দেখবে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তি অভিযোগকারী হোক কিংবা অভিযুক্ত হোক। আর অভিযোগটি ব্যক্তিগত বিষয় হোক কিংবা অন্য বিষয় হোক। কেননা মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার জীবনের যে কোন বিষয়ে আল্লাহর আইনের বিপরীত কোন আইনের দ্বারস্থ হবে, ['আব্দুল কারীম যায়দান, আহকামুয যিমমিয়ীন, পৃ. ৪৬১- ৪৬৪]। অপরদিকে উত্থাপিত মোকদ্দমাটির সকল পক্ষ যদি অমুসলিম হয় তাহলে তাদের কোন এক পক্ষ যদি অভিযোগটি ইসলামী

বিচার ব্যবস্থার স্মরণাপন্ন হয় তাহলে প্রতিপক্ষের সন্তুষ্টির শর্ত ছাড়াই ইসলামী বিচারে তা নিস্পত্তি হবে। তবে বিবাহ বিষয়ক অভিযোগ হলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কারণ তাদের বিয়ে তাদের ধর্মীয় নিয়মে হওয়াকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাই সেক্ষেত্রে তাদের সকলের ঐকমত্য ছাড়া হস্তক্ষেপ করা হবে না, [আল-মুগনী ১৩/৩৩]।

২. **আইনের চোখে সবাই সমান হওয়ার অধিকার,** মুসলিম দেশে বসবাসের কারণে তাদের এ অধিকার সংরক্ষিত হবে। 'আলী (রা) বলেন, আমরা তাদেরকে নিশ্চয়তা ও অধিকার দিয়েছি যে, তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই, তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতই এবং তাদের মান- সম্মান মুসলিমদের মান-সম্মানের মতই সংরক্ষিত'। তিনি আর বলেন, আমাদের উপর যা দায়িত্ব তাদের জন্যও তাই এবং আমাদের উপর যা দায়িত্ব তাদের উপরও একই দায়িত্ব, [আল-মুগনী ১৩/৪৯]। ইসলামের ইতিহাসে এই অধিকার পাওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে, যেমন;

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট মিশরের বাসিন্দা জনৈক কিবতী মিশরের গভর্ণর 'আমর ইবনুল 'আসের পুত্রের বিরুদ্ধে ঘোড় প্রতিযোগিতায় গভর্ণরের পুত্রকে পরাজিত করার অপরাধে তাকে প্রহার করে, অভিযোগ দায়ের করে। আমীরুল মু'মিনীন সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরকে তার পুত্রসহ মাদীনায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। ঘটনা সত্য প্রমাণিত হওয়ায় তিনি ঐ অভিযোগকারী অমুসলিম ব্যক্তি গভর্ণরের টাক মাথায় প্রহার করার নির্দেশ দেন। কেননা সে তার পিতার ক্ষমতাকে অপব্যবহার করেছিল। তারপর তার ছেলেকে একইভাবে প্রহার করার ফায়সালা দেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গভর্ণর 'আমর ইবনুল 'আসকে প্রহার না করে তার পুত্রকে প্রহার করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তখন 'উমার (রা) তাদেরকে বলেন, مَتَى اسْتَعْبَدتُّمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا 'তোমরা কখন থেকে মানুষদেরকে দাস বানিয়েছো অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন করে জন্ম দিয়েছে', [ইবনুল জাওযী, মানাকিব 'উমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ৯৯, আকরাম যিয়া আল'উমরী, 'আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ, ১/১২৭]।

আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা) জনৈক ইহুদীর বিরুদ্ধে বিচারক শুরাইহ এর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। তখন বিচারক বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার ছেলে হাসান সাক্ষ্য দেবে যে, এ বর্মটি আমার। শুরাইহ বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ছেলের সাক্ষ্য বৈধ নয়। তখন 'আলী (রা) বলেন, সুবহানাল্লাহ! একজন জান্নাতী মানুষের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়? তখন শুরাইহ বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা তো আখিরাতের ব্যাপার। আর দুনিয়াতে পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তখন 'আলী (রা) বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। বর্মটি ইহুদীরই। তখন ইহুদী বলল, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে তারই বিচারকের মুখোমুখি করেছে। আর তার

বিচারক তারই বিরুদ্ধে রায় দিলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ দীনই সত্য দীন এবং ঘোষণা দিলেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। হে আমীরুল মু'মিনীন! এ বর্মটি আপনারই। রাতের বেলায় আপনার কাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল, [ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর, ৯/৫৯৫, নং ৩৩]।

৩. **সাধারণ চাকুরী পাওয়ার অধিকার,** অমুসলিমদের বিভিন্ন পদে চাকুরী পাওয়ার অধিকার রয়েছে। শুধুমাত্র যেসব চাকুরী একান্তই দীন ইসলাম সম্পর্কিত সেগুলো ব্যতিরেকে। সেক্ষেত্রে মুসলিমদের খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার অধিকার তাদের নেই। কারণ এটি নিতান্তই দীন ইসলামের বিষয়। আল-মাওয়ারদি বলেন, 'নাবুওয়াতের খিলাফত হচ্ছে দীনের হেফাযত ও দুনিয়া পরিচালনা করা' [আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ১৫]। ড. ইউসুফ আল কারযাভীসহ অনেকেই মনে করেন যে, যে সব পদ-পজিশন নিতান্তই দীন ইসলাম বিষয়ক সেসব পদে কোন অমুসলিমকে পদায়ন করা যাবে না। যেমন, প্রধান সেনাপতি, যাকাত-সাদাকাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। কেননা রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠা করা। আর তারা তো দীন ইসলামই বিশ্বাস করে না। একইভাবে জিহাদ ও যাকাত ইসলামে ফারয বিধান। তাই তারা এসব পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। তবে সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে, মেজর এ ধরনের পদে তারা অধিষ্ঠিত হতে কোন বাধা নেই। সংসদ সদস্য, অধস্তন আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংসদ ও সরকারের কোন সদস্যপদ ইত্যাদি তারা গ্রহণ করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে আমানতদারী, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও আন্তরিকতা থাকতে হবে। আর যাদের মধ্যে এগুলোর ব্যত্যয় হবে কিংবা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের হিংসা-বিদ্বেষ স্পষ্ট তাদের কোন পদেই বসানো যাবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা-ই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আর গুরুতর। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর', [আল-'ইমরান- ৩: ১১৮]।

শিক্ষাসমূহ: আলোচ্য আয়াত ও প্রাসঙ্গিক দলীল প্রমাণাদিতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। যেগুলোর অন্যতম হচ্ছে;

এক. মহান আল্লাহ মানুষকে সম্মানিক করে সৃষ্টি করেছেন, তাই সব মানুষকেই সম্মান করা উচিত। তার ধর্মীয় আকীদা- বিশ্বাস যাই হোক। তবে ঈমান ও তাকওয়া সম্পন্ন মানুষ মহান সৃষ্টি কর্তা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

দুই. দীন গ্রহণ করতে বাধ্য করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা নয়। তাই দীন ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা উচিত নয় এমনকি চিন্তা করাও উচিত নয়।

তিন. সকল মানুষের ন্যায় – ইনসাফ, জীবন, সম্পদ, মান–সম্মান, 'ইজ্জত– আবরুর নিরাপত্তা ও সদাচারণ পাওয়ার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত ও এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করাও ইসলামী বিধানের লক্ষ্য। সুতরাং বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া সকল মানুষের, বিশেষ করে মুসলিম জাতির একান্ত কর্তব্য।

চার. সমাজে ও রাষ্ট্রে সকল মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং মর্যাদার সাথে সহাবস্থান করাও আল্লাহর বিধানের লক্ষ্য। তাই শান্তি, নিরপাত্তা, ইনসাফপূর্ণ সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল মানুষেরই বিশেষ করে মুসলিম জাতির ঈমানী দায়িত্ব।

মহান করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু সকলকে উক্ত শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করার ভূমিকা পালনে তাওফীক দান করুন। আমীন!!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

১৬ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

ইখলাস : ইবাদাত কবুলের পূর্বশর্ত

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -ﷺ- فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « لاَ شَىْءَ لَهُ ». فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ .ﷺ- « لاَ شَىْءَ لَهُ ». ثُمَّ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ ».

অনুবাদ

আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কী অভিমত, যে ব্যক্তি লাভ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কি কিছু আছে? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তার জন্য কিছুই নেই। লোকটি তার কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করে আর প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন, তার জন্য কিছুই নেই। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর উদ্দেশে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় কৃত নিষ্ঠাপূর্ণ আমল ব্যতীত কিছুই কবুল করেন না”।[১]

ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ তাঁর ‘ইবাদাতের উদ্দেশে মানুষ সৃষ্টি করেন। অতঃপর কীভাবে আদায় করলে তা কবুল হবে সেবিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ‘ইবাদাতের দৃশ্যমান ও অন্তর্নিহিত দুটি রূপ রয়েছে। এই অন্তর্নিহিত রূপটির গুরুত্ব অপরিসীম। ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়াত হচ্ছে সেই অন্তর্নিহিত রূপ। সুতরাং যেসব ‘ইবাদাতে ইখলাস পাওয়া যায় কেবল তা-ই কবূল হয়। পক্ষান্তরে যেসব ‘ইবাদাতে ‘ইখলাসের পরিবর্তে থাকে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) কিংবা সুম‘আ (প্রচার পাওয়া ও খ্যাতিলাভ) তা কবূল হয় না।

‘ইবাদাত কবূল হওয়ার জন্য যেহেতু ইখলাস অপরিহার্য, তাই তা কীভাবে অনুশীলন করে কবুল ‘ইবাদাত করা যায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় অত্র দারসুল হাদীসের তাই প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা ইখলাস এর অর্থ প্রথম বর্ণনা করব। ইখলাস

১. নাসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, বাব : মান গাযা ইয়ালতামিসুল আজরা ওয়ায-যিক্র, নং ৩১৫৩

(اخلاص) শব্দটির অর্থ- To be pure, (বিশুদ্ধ হওয়া), Unmixed (নির্ভেজাল হওয়া) ইত্যাদি।[২]
ইখলাস শব্দটি ‘পরিচ্ছন্ন ও বিশেষ’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا–

“এবং তারা বলে, এসব গবাদি পশুর পেটে যা আছে তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং তা আমাদের স্ত্রীলোকদের জন্য হারাম”... (৭-সূরা আল-আন‘আম , ১৩৯)। এখানে খালিসাতুন শব্দটি ‘বিশেষ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

আল্লামা আল-কাফাবী বলেন, ইখলাস (اخلاص) শব্দটি পারিভাষিক অর্থে মহান আল্লাহর ‘ইবাদাত একমাত্র তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, চাই তা কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে হোক কিংবা তা হোক গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে।[৪]
দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকা বা তাঁর ‘ইবাদাত করাই হলো ইখলাস।
যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...

“এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ স্থির রাখবে এবং এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে”...।[৫]
মহান আল্লাহ বলেন-

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

“তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাকো,তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই”।[৬]
সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, কোনো ধরনের প্রদর্শনী কিংবা খ্যাতি লাভের উদ্দেশে ‘ইবাদাত নয়,বরং তা হবে সামগ্রিকভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে। আর এটাই ইখলাসের মূলকথা।

আলোচ্য বিষয়

কথা ও কাজে ইখলাস-বিশুদ্ধ নিয়াত অপরিহার্য এবং রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) ও সুম‘আ (প্রচার ও খ্যাতি পাওয়ার ইচ্ছা) পরিত্যাজ্য।

---

২. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English, London : Macdonald and Evans Ltd, 1980, p. 254;
৩. আর-রাগিব ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ২০০৫, পৃ. ১৬১
৪. সালিহ ইবন আবদুল্লাহ ও অন্যান্য, মাওসু‘আতু নাদরাতিন নাঈম, খ. ২, জেদ্দা: সৌদী আরব.২০১৪. পৃ. ১২৪
৫. ৭-সূরা আল-আ'রাফ, ২৯
৬. ৪০-সূরা আল-গাফির, ৬৫-৬৬

ইখলাসের গুরুত্ব

কুরআন ও হাদীসে সকল কাজে ইখলাস ধারণ করার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন-

(ক) **ইখলাসের সাথে ইবাদাত করা মহান মহান আল্লাহর নির্দেশ। যেমন-**

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিলো আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দীন"।[৭]

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ .أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ...

"সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদাত করো তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। জেনে রেখো, অবিমিশ্রিত আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য"। [৮]

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ - وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ -

"বলো,আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদাত করতে এবং আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই"। [৯]

মুখলিস (নিষ্ঠাবান) লোকদের মর্যাদা

যেসব লোক কথা ও কাজে সর্বতোভাবে ইখলাস ধারণ করে মহান আল্লাহর নিকট তারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তারা শয়তানের ধোঁকা থেকে সুরক্ষা পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যারা প্রদর্শনী ও খ্যাতির জন্য কাজ করে,আখিরাতে তাদের কাজ-কর্ম কোনোভাবে মূল্যায়িত হবে না, বরং তারা শয়তানের ধোঁকায় নিপতিত হওয়ার আশংকা মুক্ত নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ .

"সে (শয়তান) বললো, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন, সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকাজকে অবশ্যই আকর্ষণীয় করে দেখাবো এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করবো, তবে তাদের মধ্যে আপনার মুখলিস বান্দাগণ ব্যতীত"।[১০]

এছাড়া কুরআন মাজীদে সূরাতুল ইখলাস (নং ১১২) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা রয়েছে। এ সূরাটিতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে মহান আল্লাহর একত্ব নিষ্ঠার সাথে ধারণ করার কথা বিবৃত হয়েছে।

নাবী (সা.) এর হাদীছে ও ইখলাসের বিশেষ গুরুত্বর কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ

---

৭. ৯৮-সূরা আল-বায়্যিনা, ৫

৮. ৩৯- সূরা আয-যুমার, ২-৩

৯. ৪০-সূরা আল-গাফির, ১১-১২

১০. ১৫-সূরা আল-হিজ্র, ৩৯-৪০

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – يَقُولُ « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

'আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিম্বরে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: "প্রতিটি কাজের ফলাফল নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। পত্যেকে তার নিয়াত অনুসারে ফল পাবে। সুতরাং যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের আশায় অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশে, তার হিজরাত সে উদ্দেশেই হবে, যে উদ্দেশে সে হিজরত করেছে"।[১১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ » .

সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যা-ই ব্যয় করবে তোমাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও তারও"।[১২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত লাভে কে সর্বাধিক সৌভাগ্যের অধিকারী হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করি, এবিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে অপর কেউ প্রশ্ন করেনি। আমি তোমার মাঝে হাদীস শেখার প্রতি অধিক আগ্রহ লক্ষ করছি। কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি অধিক ভাগ্যবান হবে, যে খালেস অন্তরে বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)"।[১৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, " যে কোনো নিষ্ঠার (ইখলাস) সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই) বলবে, তার জন্য আসমানের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, এমনকি মহান

১১. বুখারী, কিতাবু বাদয়িল ওয়াহী, বাব: কাইফা কানা বাদউল ওয়াহী ইলা রাসূলিল্লাহি স. নং ১

১২. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব: মা জাআ ইন্নাল আ'মালা বিন-নিয়াতি ওয়াল হিসবাতি ওয়া লি-কুল্লিমরিয়িন মা নাওয়া, নং ৫৬

১৩. বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব: আল-হিরসু আলাল হাদীস, নং ৯৯

আরশে তা পৌঁছে যায়, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে"।[১৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ .

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, " যে ব্যক্তি এক আল্লাহর ওপর নিষ্ঠাবান অবস্থায়, তাঁর 'ইবাদাতরত অবস্থায়-যার কোনো শরীক নেই, সালাত আদায় করে এবং যাকাত আদায় করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো, সে এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট"।[১৫]

عن زيد بن ثابت قال عن النبي ﷺ قال ثلاثٌ لا يُغَلُّ عليهنَّ قلبُ امرئٍ مسلمٍ : إخلاصُ العملِ للهِ ومُناصحةُ ولاةِ الأمرِ ولزومُ الجماعةِ فإنَّ دعوتَهم تُحيطُ من ورائِهم .

যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, "তিনটি বিষয় এমন, যা থাকলে মুমিনের অন্তর খিয়ানতের শিকার হয় না। তা হলো : (ক) আমল হবে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশে; (খ) শাসকদের কল্যাণকামী হওয়া এবং (গ) মুসলিমদের সংগঠন আবশ্যক করে নেয়া। কারণ যারা ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িয়ে থাকে তারা তাদের দু'আয় শামিল করে"। [১৬]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ."

মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তুমি তোমার দীনের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে"।[১৭]

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " طُوبَى لِلْمُخْلِصِينَ أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجَى تَتَجَلَّى عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ ظَلْمَاءَ "

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, "সুসংবাদ কেবল নিষ্ঠাবান লোকদের জন্য। তারা হেদায়াতের মশাল এবং তাদের দ্বারাই সবধরনের ফিতনা-ফাসাদের অন্ধকার দূরীভূত হয়"।[১৮]

عَنْ أَبِى ذَرٍّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيماً وَلِسَانَهُ صَادِقاً وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً فَأَمَّا الأُذُنُ فَقِمَعٌ وَالْعَيْنُ مُقِرَّةٌ بِمَا يُوعِى الْقَلْبُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِياً ».

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, " সেই ব্যক্তি

---

১৪. তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত, বাবঃ দু'আউ উম্মি সালামাহ, নং ৩৯৩৯
১৫. ইবন মাজাহ, আল-মুকাদ্দামা, বাবঃ ফিল-ঈমান, নং ৭৩
১৬. ইবন হিব্বান, আল-মুসতাদরাক, তা.বি. নং ২৯৭
১৭. আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, নং ৬৮৫৯; আল-হাকিম, আল-মুতাদরাক, নং ৭৮৪৪
১৮. আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, তা.বি. নং ৬৪৪৮

সফলকাম, যে তার অন্তরকে ঈমানের জন্য উন্মুক্ত করে নিয়েছে, তার অন্তরকে কলুষমুক্ত করে নিয়েছে, তার রসনাকে সত্যনিষ্ঠ করে নিয়েছে, তার নাফ্‌সকে প্রশান্তিময় করে নিয়েছে, চরিত্রকে সুশোভিত করে নিয়েছে, তার কান মনোযোগী করে নিয়েছে এবং চোখকে দর্শনময় করে নিয়েছে। কেননা কান হলো পাত্র এবং চোখ হলো সাক্ষী। অন্তর যা ধারণ করে তা তারই জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তরকে সংরক্ষিত রাখতে পেরেছে সেই সফলকাম।[১৯]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْت رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বিচার করা হবে শহীদের। তাকে উপস্থিত করা হবে,অতঃপর মহান আল্লাহ তার কাছে তাঁর নি'আমতের কথা বলবেন, আর সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন, তুমি দুনিয়ায় কী আমল করে এসেছো? সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির লক্ষে যুদ্ধ করেছি,এমনকি শাহাদতবরণ করেছি। তখন তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো; বরং তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছ যেনো বলা হয় তুমি বীর। আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে অধঃমুখী করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে ইলম অর্জন করেছে এবং তা লোকদের শিখিয়েছে এবং কুরআন শিখেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে,অতঃপর মহান আল্লাহ তার কাছে তাঁর নি'আমতের কথা বলবেন, আর সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি বলবেন, তুমি দুনিয়ায় কী আমল করে এসেছো? সে বলবে,আমি ইলম অর্জন করেছি, লোকদের শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে কুরআন শিখেছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো; বরং তুমি তা এজন্য শিখেছিলে যেনো তোমাকে আলিম বলা হয় এবং এজন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছিলে যেনো তোমাকে কারী বলা হয় এবং তা তোমাকে বলা হয়েছে।

---

১৯. আহমাদ,আল-মুসনাদ, তা.বি. নং ২১৯১৬

অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে অধঃমুখী করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর বিচারের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে মহান আল্লাহ সচ্ছলতা ও বিভিন্ন ধরনের অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তার কাছে তাঁর নি'আমতের কথা বলবেন, আর সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি বলবেন, তুমি দুনিয়ায় কী আমল করে এসেছো? সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই যেখানে ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর অথচ আমি সেখানে ব্যয় করিনি। তখন তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো; তুমি বরং তা এজন্য করেছিলে যেনো তোমাকে দানবীর বলা হয়, এবং তা বলা হয়েছেও। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে অধঃমুখী করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"।[২০]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ :الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ.

মু'আয ইবন জাবাল (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " জিহাদ দু'ধরনের। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, নেতার আনুগত্য করে এবং উত্তম বস্তু (সম্পদ ও জীবন) ব্যয় করে, সহকর্মীদের সাথে কোমল আচরণ করে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকে,তার নিদ্রা ও জাগরণ সবকিছুই সাওয়াব ও পুরস্কার লাভের উপায় হয় পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা ও খ্যাতিলাভের জন্য যুদ্ধ করে, নেতার সাথে অবাধ্যাচরণ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সে জিহাদের কোনো প্রতিদান নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না"।[২১]

উপরে প্রদত্ত হাদীসগুলোতে ইবাদাতে পরিপূর্ণ ইখলাস ধারণ করার এবং সর্বপ্রকার রিয়া ও সুম'আ বর্জন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

হদীসের শিক্ষা

দারসে প্রদত্ত হাদীস এবং সেটির ব্যাখ্যা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি-

(১) একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশে মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
(২) ইবাদাত হতে হবে সামগ্রিকভাবে ইখলাসপুর্ণ।
(৩) ইখলাসপূর্ণ ইবাদাত কম হলেও তা নাজাতের জন্য যথেষ্ট।
(৪) ইখলাসবিহীন ইবাদাত সামগ্রিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।
(৫) কথা ও কাজে ইখলাসের মেলবন্ধন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

২০. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব : মান কাতালা লির-রিয়ায়ি ওয়াস-সুম'আতি ইসতাহাক্কান-নার, নং ৫০৩২
২১. আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবঃ ফীমান ইয়াগযু ওয়া ইয়ালতামিসুদ দুনইয়া, নং ২৫১৭

২৪ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশের নিরাপত্তা

আবুল আসাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিরাপত্তা সম্পর্কিত দুর্বলতা

একজন বিখ্যাত মণিষী বলেছেন, 'স্বাধীনতা ভঙ্গুর তাই তা রক্ষা করা প্রয়োজন (Freedom is fragile and must be Protected)। আর টমাস জেফারসন বলেছেন, 'স্বাধীনতার মূল্য হলো অনন্তকাল সতর্কতা (The Price of freedom is eternal vigilance)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার যে দাবী সার্বক্ষণিক সতর্কতা, সেটা আমরা দেখাতে পারিনি। আমাদের এই দুর্বলতাই স্বাধীনতাকে ভঙ্গুরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আজ দিল্লীমুখী কিছু রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী কর্তৃক প্রকাশ্যে সাতচল্লিশ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবার কথা বলা হয়, আজ প্রকাশ্যেই দেশবিভাগ ভুল হয়েছিল বলা হয়। এসব কথার অর্থ এরা প্রকাশ্যেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তারা কথা বলছে। এই কথা আগে দু'একজনে বলত, আড়ালে আবডালে বলত। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অবাধ বাক-স্বাধীনতা এবং অঢেল পত্র-পত্রিকার প্রকাশের সুযোগ নিয়ে এই স্বাধীনতা বিরোধিরা মাথা তোলে। মনে পড়ে, এ সময় আওয়ামী লীগ ও জাসদ লবী থেকে 'A Heretic' নামে একটা বই ছড়ানো হয়। তাতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক কথার সাথে বলা হয় 'এই উপমহাদেশই আমাদের দেশ এবং আমরা এই উপমহাদেশের নাগরিক হিসেবেই বাঁচতে চাই। কেটে বিচ্ছিন্ন করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পুনঃসংযোজিত করার সক্রিয় আন্দোলনই আমাদের প্রত্যাশা পূরণের পথ রচনা করতে পারে।' এই সময়ই ১৯৯৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ঢাকার একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে 'Continent Resurrection Movement' নামে এখন পর্যন্ত অপরিচিত একটা সংস্থা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে যে, তাদের লক্ষ্য উপমহাদেশের অখণ্ডতা। তারা '৪৭ এবং ৭১ এর বিভক্তি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন।' এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাত্র একদিন পর ৩১ ডিসেম্বর ('৯১) তারিখে ঢাকা পিজি হাসপাতাল মিলনায়তনে একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কংগ্রেস নেতা মাওলানা আসাদ মাদানি উপস্থিত ছিলেন, আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ ও জাসদ এর কয়েকজন শীর্ষ নেতা। এ সেমিনারে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে এবং '৪৭ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবার কথা বলা হয়। এই পিজি সেমিনারের ৩০ দিন পর ঢাকার সাপ্তাহিক বিচিন্তা 'উপমহাদেশের মানচিত্রের আসন্ন পরিবর্তন' শিরোনামে একটা কভার স্টোরি প্রকাশ করে। এই স্টোরিতে

উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন'-এর উপর একটি রিপোর্ট এবং এ আন্দোলনের নেতার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়। আন্দোলনের নেতা তার সাক্ষাৎকারে বলেন, ঠিক ৪৭ এর আগস্টের পূর্বে, ভেঙ্গে যাবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই। ...ভারতের আগ্রহেই এটা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও জাসদ এর সর্বোচ্চ দু'জন নেতা এই প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।'

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিনাশী ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত বিদেশী রাষ্ট্রের ক্রীড়নরকরা তাদের এই লোমহর্ষক কথা বলার জন্যে এমন একটা সময় বেছে নেয় যখন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পর দেশে সবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তখন গণতান্ত্রিক সরকার হয়তো নানা বিবেচনায় কোন পদক্ষেপ নিতে যাননি। পরে ষড়যন্ত্রকারীরাও পর্দার আড়ালে চলে যায়। তারাই আজ নানা নামে নানা ছদ্মবেশে নানা মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। এরা দেশের ভেতরে ও বাইরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অকার্যকর প্রমাণ করা এবং বিদেশী হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানানোর জন্য আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এসব কাজ যারা করছেন, তারা এভাবে না সেভাবে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো হিন্দু-বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ। নাম শুনলে মনে হবে সংস্থাটি সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বমূলক কোন সংগঠন। আসলে তা নয়। এটা পুরোপুরিই এখন রাজনৈতিক সংগঠন এবং পুরোপুরিই আওয়ামী স্বার্থের সাথে যুক্ত। মনে করা হয়, আওয়ামী লীগ সরাসরি যে কথা বলতে পারে না, সেসব কথা এই ঐক্য পরিষদের মাধমে বলায়। বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলার ভারতের একটা বড় ইস্যু হলো, 'অনুপ্রবেশ'-এর অভিযোগ। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে ভারতকে সহযোগিতা করছে। আর আওয়ামী লীগের কথাকে ভারতের স্বার্থে প্রপাগাণ্ডা হিসাবে ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করে থাকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদ। আওয়ামী সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভারতে গিয়ে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের অনুপ্রবেশ অভিযোগকে সমর্থন করেন ১৯৮৮ সালে। তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে বলেন, 'অত্যাচারের মুখে হিন্দুরা ভারতে চলে আসছেন। যশোর, ফরিদপুর, খুলনা ও গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে। ফলে ভয়ে দেশ ছাড়ছেন তারা।' ১৯৮৯ সালে আবার তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম করার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধছে।' শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলার পর হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ কোরাশ গাইতে শুরু করে। ১৯৯২ সালের ১৮ই এপ্রিল নরসিংদীতে জনসভার পর ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের জাতীয় সম্মেলনে ঐক্য পরিষদ বলে, 'অত্যাচারের মুখে তিন কোটি সংখ্যালঘু প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পালিয়ে গেছে।' চট্টগ্রামের আরেকটি সম্মেলনে সি আর দত্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ সংখ্যালঘু দেশ ত্যাগ করেছে বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে অতি সম্প্রতি ঐক্য পরিষদের নিমচন্দ্র ভৌমিক দাবী করেন, ১৯৭১ সালের পর ভারতে চলে যাওয়া ১ কোটি হিন্দুকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে ভোটার

বানাতে হবে।' আওয়ামী লীগ ও হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের এইসব কথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের অনুপ্রবেশ-ষড়যন্ত্রকে বৈধ রূপ দেবার জন্যেই বলা হয়। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের ঠিক এ রকমই আরেকটা কাজ হলে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পর এই চেষ্টা তারা নিজেরা করেছে, অন্য ভারাটেদের দিয়েও করিয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধ ঘটন ঐক্য পরিষদ 'Bangladesh program 2001' নামক একটা বই নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশ করে গোটা দুনিয়ায় ছড়ায়। বাংলাদেশ সন্ত্রাসী দেশ-এই কথাই বলা হয় মোটা বইয়ে। বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ছবি ছাপিয়ে তার নিচে লিখা হয়। 'প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন ইসলামী চরমপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার বাংলাদেশী তালেবান... এককালের একটি ধর্মনিরপে রাষ্ট্রকে মৌলবাদী ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত।..... যারা অচিরেই আরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, বৌদ্ধমূর্তি, গির্জা, মন্দির এবং সম্ভবত জাদুঘর, লাইব্রেরীও আধুনিক সভ্যতার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।' এই বইটির সম্পাদনায় ছিলেন দ্বিজেন ভট্টাচারিয়া, সুব্রত বিশ্বাস, রতন বড়ুয়া, প্রদীপ দাস ও শিতাংশু গুহ। এই বই লিখার পর গোটা ২০০২ সাল ধরে তারা তাদের ভাড়াটেদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাদেশ 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র,' 'তালেবান রাষ্ট্র' বলে প্রচার চালিয়েছে। ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউতে প্রকাশিত Bertil lintner এর 'A cocoon of Terror (April 4, 02), Time-এ প্রকাশিত Alex Perry এর 'Deadly cargo (Oct. 10, 02). Bertil Lintner এর 'Bangladesh: Celebration and bombs' (Observer, Dec, 23, 02) এবং BBC চ্যানেল ফোর-এর পক্ষে সাজানো নিউজ তৈরীর জন্যে বাংলাদেশে ভুয়া পরিচয়ে আসা জেইবা মালিক ও লিও পোল্ড নামক দু'জন সাংবাদিকের কাণ্ড তাদের এই তৎপরতার মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র সাজাবার এবং এই সন্ত্রাসের সাথে কতকগুলো ইসলামী দল ও সংগঠন জড়িত করার ইন্দো-আওয়ামী প্রচেষ্টা সফল হয়েছে ১৭ অগস্ট (২০০৫) প্রায় ৫শ বোমা হামলা ঘটানোর মাধ্যমে। এই কাজের জন্যে ২০০১ সাল থেকে জামাতুল মোজাহেদীন, ইত্যাদি নামের গোপন গ্রুপ তারা তৈরী করেছে এর সাথে যুক্ত হয়েছে জনযুদ্ধের মত ভারতে সৃষ্ট গ্রুপ। তাদের সম্মিলিত প্রয়াসেরই ফল ১৭ই আগস্টের বোমা-সন্ত্রাসের ঘটনা।

হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ সকল বিচারে বাংলাদেশের চরম বৈরী একট সংগঠন। বাংলাদেশের ক্ষতি করার বাইরে তাদের আর কোন কাজ নেই। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্যে ন্যাক্কারজনক সব অপপ্রচার এবং উস্কানীমূলক কাজ তারা করে থাকে। মুসলমানরা 'মোহাম্মদ' ও 'আলহাজ্ব' শব্দ ব্যবহার করবে এটাও তাদের বরদাস্ত নয়। ২০০০ সালের ৬ই জুন তাদের একটা অনশন প্রোগ্রামের শেষ দিন তারা পরিপূর্ণ বাঙালী হওয়ার জন্যে 'মোহাম্মদ', 'আলহাজ্ব' শব্দ পরিত্যাগ করার আহ্বান জানায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সব রকম চেষ্টা তারা চালায়। নিউইয়র্কের জাতিসংঘ

প্লাজায় অনুষ্ঠিত তাদের এক প্রোগ্রামে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের আহ্বান জানায়। (বাসস, ১৮/৫/০৪)। এ অনুষ্ঠানে ভারতীয় নাগরিকরা হাজির ছিল। মনে করা হয়, লক্ষ ডলারের এ অনুষ্ঠান ভারতীয় টাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার বছর খানেক আগে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ তারিখে হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের নিউইয়র্ক শাখার এক অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে' এই অজুহাত তুলে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানায়। এ অনুষ্ঠানে ভারতীয় নাগরিকরাও বক্তৃতা করেন। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের বক্তব্য মাঝে মাঝে ঔদ্ধত্যের সকল সীমাও ছাড়িয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'তে ২২ জুলাই, '৯৩ তারিখে হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীয় সভায় মূল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে বলা হয়, 'যে যাই হিসাব দিক না কেন আমরা বাংলাদেশে ৪ কোটি সংখ্যালঘু রয়েছি। একজন সংখ্যালঘু ছেলেকেও যদি কারাগারে নেয়া হয়, যদি তাদের উপর জুলুম চালানো হয়, তাহলে বাংলাদেশের কবর খোঁড়া হবে।' (ইনকিলাব, ২৩ জুলাই, '৯৩)। বাংলাদেশের জন্যে কবর খোঁড়ার কথা কে বলতে পারে? কোন নাগরিক বলতে পারে না। বলতে পারে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরম বৈরী কোন বিদেশী বা বিদেশের এজেন্ট। ইন্দো-আওয়ামী লবীর এখনকার সবচেয়ে শক্তিমান সদস্য হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদও এ ধরনেরই একটা সংগঠন।

কিন্তু এদের বিরুদ্ধে দেশের কোন আইনকে আমরা কার্যকরি দেখিনি। যা ইচ্ছা তাই বলা, যা ইচ্ছা তাই করার এদের স্বাধীনতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সমাজ বিজ্ঞানী আল রাইনি বলেছন, Freedom without obligation is anarchy.' অর্থাৎ বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা হলো নৈরাজ্য। বাধা-বন্ধনহীন স্বাধীনতা পেয়ে তারা আজ এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে।

এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা সেনাবাহিনীর উপরও হাত দিতে চায়। প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশে নিরাপত্তার প্রধান স্তম্ভ। 'Defence of a Country without a defence force' তত্ত্ব সামনে এনে তারা সেনাবাহিনী রাখাকে গরীবের ঘোড়া রোগ ধরনের কাজ বলে থাকে। প্রতিবেশী সবদেশে সেনাবাহিনী থাকবে আমাদের থাকবে না, কিংবা নামমাত্র থাকবে, এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এই কথাগুলো আজ যারা বলছে, তারা বড় প্রতিবেশীর কাছে স্বাধীনতা বন্ধক রাখতে চায়। এদের কারণেই আমাদের ১৮ কোটি মানুষের সেনাবাহিনী উপযুক্ত সংখ্যায় এবং উপযুক্ত উপায়-উপকরণে গড়ে উঠতে পারছে না। অথচ একটা স্বাধীন দেশের জন্য তার স্বাধীনতা রক্ষার উপযুক্ত শক্তি অর্জন অপরিহার্য। একজন মনিষী বলেছেন, 'স্বাধীনতা কেবল তাদেরই সম্পত্তি, যারা এটাকে রক্ষা করার সাহস ও শক্তি রাখে।' আরও স্পষ্ট ভাষায় Patric Henry বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ শক্তি ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। সেই শক্তিকে বিসর্জন দিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য (unfortunately nothing will preserve, erve,

but down right force whenever you give up that force, you are ruined.)। সন্দেহ নেই এই শক্তি অর্জন না করা আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা অন্তত। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর উদাহরণ সামনে রাখলে কমপক্ষে তিন লাখ সৈন্যের একটা সেনাবাহিনী আমাদের থাকা উচিত।

আমাদের নিরাপত্তার শরীরে ব্যাধি হিসাবে আরও যারা কাজ করছে তার হলেন এক শ্রেণীর লেখক, বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ কথা ও নানা কাজের মাধ্যমে দেশের সাথে যে বৈরীতা করছে, এরা লেখার মাধ্যমে তাই করছে। এদের নিয়ে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নেই। এরা ইন্দো-আওয়ামী দেহেরই একটা অংশ।

স্বাধীনতা ও ধর্ম

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সংবিধানে মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয় সংশ্লিষ্ট রাখার বিরুদ্ধে বলতে গেলে ক্রুসেড শুরু করা হয়। ইন্দো-আওয়ামীলীগ লবি সংবিধানের বিসমিল্লাহ, আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, ইত্যাদি মুছে ফেলতে মরিয়া।

কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তার সাথে ধর্ম-পরিচয়ের বিষয়টি একেবারেই অচ্ছেদ্য। রজার টনি একটা সুন্দর কথা বলেছেন, 'আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপস্থিতি যে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বের সকল শক্তির বিরুদ্ধে একাই দাঁড়াতে সাহস যোগায়।' আর মাকিন সিনেটর Chaplain Richard Holverson বলেছেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস অন্তর্হিত হলে জাতির স্বাধীনতা নিরাপদ হতে পারে না (the liberation of a nation cannot be secure when belief in God is abandoned) এই কথাগুলো বাংলাদেশের জন্য আরও বেশি সত্য। কারণ যে দ্বিজাতিতত্ত্ব দর্শনের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগ হয়েছে, সে দর্শনই বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চেতনার রক্ষাকবচ। অন্য কথায় মুসলিম জাতি-পরিচয় বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চেতনার রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই রক্ষা কবচের যদি বিলয় ঘটানো হয়, তাহলে বাংলাদেশেরে রাষ্ট্র সীমানা রক্ষার ভিত্তিই অবশিষ্ট থাকবে না। ইন্দো-আওয়ামী লবী এটা জানে বলেই রাষ্ট্রের সাথে ধর্ম পরিচয়কে সংশ্লিষ্ট করার বিরোধিতার নামে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তার বিলয় ঘটাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তার জন্যে রাষ্ট্র ও সংবিধানের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম পরিচয় তাই অপরিহার্য।

নিরাপত্তার প্রশ্ন আপোষযোগ্য নয়

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রশ্নটি আপোষযোগ্য নয়। কোন কিছুর সাথে এর 'দেয়া-নেয়া' চলতে পারে না। কেউ স্বাধীনতার গোড়া কাটবে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে দুর্বল করবে, আর সরকার সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করে রাখবে তা চলতে পারে না। প্যাট্রিক হেনরী বলেছেন, 'জনগণের স্বাধীনতাকে গভীর আন্তরিকতার সাথে রক্ষা করুন। এই দুর্মূল্য মানিক্যের দিকে অগ্রসরমান যে কারো উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন (guard with jealous attention the Public liberty. suspect everyone who

approaches that jewel)।' কিন্তু আমরা এটা কি করছি? সরকার এটা করছেন? করছেন না। করলে 'হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ' ঐ ঔদ্ধত্য চালাতে পারছে কেমন করে? প্রতিপদে বাংলাদেশের ক্ষতি করার চেষ্টা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কবর রচনা করতে চাওয়ার পর তারা বুক ফুলিয়ে চলতে পারে কি করে? তাদের সৃষ্ট নানা প্রশ্ন ও বিকৃত নানা তথ্য দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত করছে, মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তির পরিসর ধীরে ধীরে বাড়ছে। সেই '৯১-এর দিকে তাদের যে রাখ-ঢাক ছিল, যে ভয়-দ্বিধা ছিল তা এখন নেই। বিপজ্জনক কথাগুলো মানুষের গা সহা হয়ে যাচ্ছে। বিভ্রান্তির দিকটা মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে উঠছে। বিষয়টা উদ্বেগজনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিচারক জাস্টিস লার্নেড হ্যান্ড এক মন্তব্যে বলেছেন, 'স্বাধীনতার অবস্থান মানুষের অন্তরে। সেখান থেকে তা উঠে গেলে কোন সংবিধান, কোন আইন, কোন আদালতই তাকে আর ধরে রাখতে পারে না।' আমাদের শত্রুদের অপপ্রচার ও ভ্রান্তি ছড়ানোর লক্ষ্য এটাই। দেরীতে হলেও এ বিষয়ের প্রতি আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে আজ গুরুত্ব দিতে হবে। সেই ৯১ এ অখণ্ড ভারত গঠনের পক্ষে যারা পিজিতে সেমিনার এবং সংবাদ সম্মেলন করেছিল এবং ২০০১ সালে 'Bangldesh program 2001' বইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র প্রমাণের হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের অপচেষ্টা যারা করেছিল তাদের যদি যথাসময়ে রুখে দেয়া হতো, ভাড়াটে বারটিল লিন্টনার, আলেক্স পেরী, জেইবা ও লিওপোল্ডদের পেছনে যারা ছিল তাদের সকলের মুখোশ যদি উন্মোচন করা যেত এবং তার প্রতিবিধান হতো, তাহলে আজ তারা এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠার সাহস পেতনা। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষতি আমাদের হয়েছে, এখন সতর্ক হলে ভবিষ্যতটা আমাদের রক্ষা পাবে।

একজন পশ্চিমা মণিষীর কথা দিয়ে আমার আজকের এ লেখার ইতি টানতে চাই। মণিষী জন ফিল্পট কুরন বলেছেন, 'যে শর্তে ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন, তাহলো স্বাধীনতাকে সদা সতর্ক পাহারায় রাখা। এই শর্ত যদি সে ভঙ্গ করে তাহলে তার অপরাধের দন্ড হবে দাসত্ব (The condition upon which God hath given liberty to man is eternal vigilance, which condition if he breaks, servitude is at once the consequence of his crime, and the punishment of his guilt)। আমরা এ পরিণতি চাই না। আল্লাহ এ পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ■

- ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫, তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রেস কাউন্সিলের এক সেমিনারে পঠিত।- সংশোধিত

সমাজে প্রচলিত মিথ্যার ধরণ ও ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যার শাস্তি

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

ভূমিকা

মিথ্যাই সকল পাপের মূল। এটি একটি প্রাণঘাতি শব্দ। পৃথিবীতে সংঘটিত যতো অপরাধ আছে তার অকল্যাণের চেয়ে মিথ্যার অকল্যাণটা তুলনামূলক অধিক। মিথ্যা বলায় মানুষ খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনেও খুব ছোটো ছোটো বিষয়েও মিথ্যা বলে থাকে এবং সেটাকে খুব হালকা মনে করে; এটাও মহা অন্যায়। কারণ আজ যা ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে কাল তা বৃহদাকার ধারণ করতে পারে। আর তা যদি হয় কারো সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা, বা কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া অথবা কোনো গোপন বিষয়ের আমনত বা ভিন্ন কিছু তাহলে তা অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহের কাজ; যা কুরআন-হাদীসের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত।

বর্তমানে পারিবারিক,সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটছে তা অতি শীঘ্রই নিমূল হওয়া প্রয়োজন। আর এ জন্য ধর্মীয় অনুশাসনের কোন বিকল্প নেই। এতে করে পরিবার,সমাজ,রাষ্ট্রীয় জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রেহাই পাবে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের বর্তমান সমাজের বেশ কিছু চিত্রের সাথে মিলিয়ে কুরআন-হাদীস, ইসলামী আইন গ্রন্থ এবং প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারার ভিত্তিতে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার পরিণম, শাস্তি ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

মিথ্যার সংজ্ঞা

মিথ্যা শব্দের আভিধানিক অর্থ অসত্য (মিথ্যা কথা); ২ অযথার্থ, অমুলক, কল্পিত (মিথ্যা কাহিনি)। মিথ্যা অর্থ হল প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। তাছাড়া সত্য ঘটনাকে বিকৃত করে বলাকেও মিথ্যা বলে। আরবিতে মিথ্যাকে 'কিয্‌ব' বলে। মিথ্যা সত্যের বিপরীত। প্রকৃত ঘটনা গোপন করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাকে কাযিব বা মিথ্যাবাদী বলা হয়।[১]

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেন :

هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدًا أم خطئًا.

স্বাভাবিকের বিপরীতে যে কথা বলে তা মিথ্যা, যেই তা সজ্ঞানে বা ভুলবশত বলুক না কেনো।[২]

ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলার শাস্তি : মিথ্যা বলা মহাপাপ। মিথ্যার দ্বারা মানুষের

১. ইবন মানযুর আল-আফরিকী, লিসানুল আরব (মিশর : দারু সাদির, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৭০৪।
২. ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ১, পৃ. ২০১।

অন্তর কালিমাযুক্ত হয়। মিথ্যা থেকেই অধিকাংশ পাপের সৃষ্টি; এজন্য **মিথ্যার** মাধ্যমে মানুষ বেশি পাপ করে থাকে। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী :

... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

"... সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে।"[৩]

এ ছাড়া মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যে পরিচয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো মিথ্যা না বলা; আর যখনই এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তখন তার পাশ কাটিয়ে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.

"এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে সম্মানের সঙ্গে তা পরিহার করে চলে।"[৪]

আলোচ্য আয়াতের زور শব্দ দ্বারা কয়েকটি বিষয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন : মিথ্যা সাক্ষ্য, কুফর, শিরক, গান-বাজনা এবং অন্যান্য জাহেলী কর্মকান্ড ইত্যাদি।[৫]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.

"আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৬]

মিথ্যা সকল পাপের মূল। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে তার দ্বারা যে কোনো অন্যায় কাজ করা সম্ভব হয়ে যায়। মিথ্যা মানুষকে পাপের পথে অগ্রসর করে, আর পাপের কারণে কিয়ামতের দিন মিথ্যাবাদীকে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেক কর্মের দিকে

৩. সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ৩০।
৪. সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৭২।
৫. ইবন জারীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন (বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ১৯, পৃ. ৩১৩-৩১৫।
৬. সূরা গাফির, আয়াত : ২৮।

পথপ্রদর্শন করে আর নেককর্ম জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে, অবশেষে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।[৭]

এছাড়া মিথ্যা বলা মুনাফিকীর আলামত হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে মুনাফিক অথবা যার মাঝে এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকে, তার মধ্যেও মুনাফিকির একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, যখন চুক্তি করে তা লঙ্ঘন করে এবং যখন ঝগড়া করে অশ্লীল বাক্যালাপ করে।[৮]

ইসলামী শরীয়াতে মিথ্যা একটি ঘৃণিত অপরাধ। কেউ মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকলে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাকে জান্নাত দান করবেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

আবু উমামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ঘর নিয়ে দেয়ার জন্য যামীন, যে হক হওয়া সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করে। আর একটি ঘর জান্নাতের মাঝামাঝিতে নিয়ে দেয়ার জন্য যামীন, যে মিথ্যা পরিহার করে এবং আরও একটি ঘর জান্নাতের সর্বোচ্চে নিয়ে দেয়ার জন্য যিম্মাদার, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে।[৯]

মিথ্যা মানুষকে শান্তির বদলে অশান্তিতে নিমজ্জিত করে, এর দ্বারা মানব মনের প্রশান্তি

---

৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম (বৈরূত : দারুল মারিফা, ২০১০ খ্রি.), হাদীস নং-৬৮০৫।

৮. আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, সহীহ আল বুখারী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), হাদীস নং-২৩২৭।

৯. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আস-আশ, সুনান আবু দাউদ (মিশর : দারু সাদির, তা.বি.), হাদীস নং-৪৮০২।

দূরে চলে যায়। মানুষ দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ.

হাসান ইবনু ‘আলী রা.বলেন, আমি রাসূল সা. থেকে অবগত হয়েছি, তিনি বলেছেন, তুমি সন্দেহযুক্ত কথা ও কর্ম ছেড়ে যাতে সন্দেহ নেই সে দিকে ফিরে যাও। নিশ্চয়ই সত্য প্রশান্তির নাম এবং মিথ্যা সন্দেহ ও অশান্তির নাম।[১০]

মিথ্যা মানুষের ঈমানেরও ক্ষতি করে থাকে। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلإِيمَانِ.

আবু বকর ছিদ্দীক রা. বলেন, তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই মিথ্যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।[১১]

সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার ধরণ ও শাস্তি

১. মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

ইসলামী শরীয়াতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করাকে শিরকের সমান অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ : عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

খুরাইম ইবনু ফাতিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে শারীক করার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, “তোমরা মিথ্যা বলা পরিহার কর (সূরা আল-হাজ্জ-৩০)”[১২]

মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না; তারই ফলশ্রুতিতে ইসলামী শরীয়াতে মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ وَلاَ ذِى غِمْرٍ لأَخِيهِ وَلاَ مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ وَلاَ الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلاَ ظَنِينٍ فِى وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ.

---

১০. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনান আত তিরমিযী (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-২৫১৮।

১১. আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবন আলী আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (সৌদিআরব : মাকতাবাতু বায, ১৯৯৪ খ্রি.), হাদীস নং-২০৬১৫।

১২. তিরমিযী, হাদীস নং-২৩০০।

আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, খিয়ানতকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, যিনার অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তি ভোগকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, বিপক্ষের প্রতি বৈরিতা পোষণকারীর সাক্ষ্য, মিথ্যাবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্য, কোনো পরিবারের পক্ষে তাদের অধীনস্ত লোকদের সাক্ষ্য এবং ওয়ালা ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৩]

সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ধরণ হবে এমন যে, সাক্ষী বলবে, "আমি ইতোপূর্বে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছি তা মিথ্যা অথবা আমি মিথ্যা বলেছি।" আদালতের সামনে এমন স্বীকারোক্তি দেয়াকে সাক্ষ্য প্রত্যাহার বলে। সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত রায় প্রদানের পূর্বে তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তাদেরকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কারণ, রায় প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত বিবাদীর উপর কোনো প্রকার দায় বর্তায় না। অবশ্য এক্ষেত্রেও আদালত বিবেচনা করে সাক্ষীগণকে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের হুকুম দিতে পারেন।[১৪]

২. মিথ্যাবাদী ব্যবসায়ীর পরিণতি

ধোঁকাবাজির সাথে মিথ্যা কসম করা হলে এ কাজ অধিক মাত্রায় হারাম। নবী সা. ব্যবসায়ীদের কসম করতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরাইয়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

"মিথ্যা কসম পণ্য চালু করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত উঠিয়ে নেয়।"[১৫]

এ ছাড়া হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

হাকীম ইবনু হিযাম রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন আরেকজন থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে দেয়, তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না।[১৬]

মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ওয়াছিলাহ ইবন আসকা

---

১৩. তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২২৯৮।
১৪. আল-কাসানী, আল-বাদায়িউস সানায়ি (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০০৩, খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৮২।
১৫. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৯৮১।
১৬. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩৯৩৭।

(রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

كان رسول الله عليه وسلم يخرج إلينال, وكنا تجارا وكان يقول:يا معشر التجار إياكم والكذب.

রাসূলুল্লাহ সা. বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী, তিনি বলছিলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যাকে ভয় কর।[১৭]

এ হাদীসগুলোর আলোকে বলা যায় যে, মিথ্যা কথা বলে ও পণ্যের দোষগুণ গোপন করে যদি কোনো ব্যবসায়ী কোনো পণ্যা ক্রয়-বিক্রয় করে তাহলে এর দ্বারা মানুষের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণা করার মতো গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই তার সেই সম্পদ থেকে মহান আল্লাহ সকল প্রকার বরকত উঠিয়ে নেন।

বর্তমান সময়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে আর এক ধরণের মারাত্মক প্রতারণা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় আর তাহলো পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা। ইসলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা বা প্রকাশ না করা মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়েও এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে রাসূল সা. এর হাদীস উল্লেখযোগ্য। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন,

إن رسول الله صلى الله عليه وسلعم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال, ما هذا يا صاحب الطعام. قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني.

"একদা রাসূলুল্লাহ সা. এক স্তুপ খাদ্যের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। হঠাৎ তিনি হাতটি খাদ্যের স্তুপের মাঝে প্রবেশ করালেন এবং ভেজা বা আদ্রতা অনুভব করলেন (অথচ খাদ্যের স্তুপটি ওপর থেকে শুষ্ক দেখাচ্ছিল)। অতঃপর বললেন, হে খাদ্যের মালিক, এমনটি কেন? মালিক বললো বৃষ্টির পানিতে এমন হয়েছে হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তুমি তা খাদ্যদ্রব্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।"[১৮]

সুতরাং উক্ত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে যা স্পষ্ট হয়, তাহলো বস্তুর ক্রটি গোপন করাই প্রতারণা বা বঞ্চনা এবং মূলের বিপরীতই হলো ধোঁকা।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে,তার শাস্তি ৩৯টি বেত্রাঘাত। আবু ইউসুফ(রহ.) মতে ৭৯টি বেত্রাঘাত। কেউ কেউ বলেছেন, ৭৫টি বেত্রাঘাত। আবার কারো মতে সর্বনিম্ন ৩টি। আবার কেউ বলেছেন কাজীর এখতিয়ার। ইমাম শাফেয়ীর মতে ২০ টির অধিক নয়। আহমদ ইবন হাম্বলের মতে ১০ টির অধিক নয়। ইমাম মালেকের মতে,এটি কাজীর ইচ্ছাধীন। কাজী তার অপরাধের মাত্রার উপর কেয়াস করে শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

---

১৭. তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর, হাদীস নং-১৩২।
১৮. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৯৫।

৩. মিথ্যা শপথ করে অন্যের হক আত্মসাৎ করার হুকুম

মিথ্যা বলা ও মিথ্যা শপথ করা উভয়ই কবিরা গুনাহ। সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি যদি কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তাহলে তার ব্যাপারে হাদীসে কঠিন শাস্তির হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। আর কেউ যদি মিথ্যা শপথ করে অন্য কারো সম্পদ বা হক আত্মসাৎ করে তাহলে এটি আরো জঘন্য অপরাধ। তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لاَ يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا. قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ.

আবূ উমামা আল হারিসী রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হক মিথ্যা শপথ করে বা মিথ্যা বলে আত্মসাৎ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সা.! তা যদি সামান্য জিনিসও হয়? তিনি বললেন, তা পিলু গাছের একটি মিসওয়াকের সমান হলেও।[১৯]

শয়তান মানুষকে সর্বদাই মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার জন্য উৎসাহিত করে থাকে। মুলত সে মানুষকে এই উৎসাহের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চায়। এ কারণে সে বিভিন্ন সময়ই মিথ্যা বাসনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্ররোচিত করে থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.

“সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে; আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র।”[২০]

৪. ঘুরিয়ে পেচিয়েও মিথ্যা বলা অপরাধ

সমাজের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন কারো সামনে কোনো কথা উপস্থাপন করা হয়, তখন তার নিজের অপরাধ গোপন করার জন্য সরাসরি মিথ্যা না বলে ঘুরিয়ে-পেচিয়ে কথা বলে, এটিও এক ধরনের মিথ্যা। ইসলামী শরীয়াতে এটি এক ধরনের অপরাধ। এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পকে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ.قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ.

১৯. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং-২৩২৪।
২০. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২০।

আব্দুল্লাহ ইবন আমির রা. বলেন, একদিন আমার মা আমাকে ডাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের ঘরে ছিলেন। মা আমাকে ডেকে বললেন, এসো, তোমাকে কিছু দিবো। অতপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি কি তাকে কিছু দিতে চেয়েছে? মা বললেন, তাকে খেজুর দিবো। তিনি বললেন, ওহে যদি তুমি তাকে এ সময় কিছু না দিতে, তাহলে এই মিথ্যাটিও তোমার আমলনামায় লেখা হতো।[২১]

৫. যাচাই না করে কথা বললে তাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত

কেউ কোন খবর বললে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে গ্রহণ করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ.

“হে মু’মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।”[২২]

এখানে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দেয়া ও গ্রহণের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাপাচারী তথা ফাসিকের বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সত্যতা যাচাই করে নেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে একদল আলিম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ না করার মত পেশ করেছেন। কারণ এমন ব্যক্তি ফাসিকও হতে পারে। অন্য এক দল আলিম এ মতের বিরধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য হলো : আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে ফাসিকের বার্তা যাচাই করতে আদেশ করেছেন। আর অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফাসিক হওয়া প্রমাণিত নয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

হাফস ইবন ‘আসিম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ব্যক্তির জন্য মিথ্যা হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে।[২৩]

৬. মিথ্যা ধারণা করে কথা বললে তার হুকুম

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ ধারণা করে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কারণ অনেক সময় এই ধারণার দ্বারা পাপ হতে পারে। আর সে ধারণা যদি মিথ্যা হয় তাহলে তো তা আরো গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধ কারো দ্বারা সংঘটিত হলে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর দরবারে খালিস নিয়তে তাওবা করতে হবে এবং যার ব্যাপারে মিথ্যা ধারণা করবে তার কাছে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে তার কাছেও ক্ষমা চাইবে, এটাই ইসলামী শরীয়াতের বিধান। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

---

২১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৪৯৯৩।
২২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ৬।
২৩. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ يَقُولُ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا . الأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَقَتَكَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ.

যায়িদ ইবনু আরকাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি শরীক হয়েছিলাম। তখন 'আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাইকে বলতে শুনলাম, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গীদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যাতে তারা তাঁর থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল, আমরা মদিনায় ফিরলে সম্মানী লোকেরা লাঞ্ছিত লোকদেরকে অবশ্যই বের করে দিবে। এ কথা আমি আমার চাচা কিংবা 'উমার রা. এর কাছে বলে দিলাম। তিনি তা নবী সা. এর কাছে জানালেন। ফলে তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁকে বিস্তারিত এ সব কথা বলে দিলাম। তখন রসূলুল্লাহ সা. আবদুল্লাহ ইবনু উবাই এবং তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে খবর পাঠালেন, তারা সকলেই কসম করে বলল, এমন কথা তারা বলেননি। ফলে রসূলুল্লাহ সা. আমার কথাকে মিথ্যা ও তার কথাকে সত্য বলে মেনে নিলেন। এতে আমি এমন মনে কষ্ট পেলাম, যেরূপ কষ্ট আর কখনও পাইনি। আমি (মনের দুঃখে) ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, রসূলুল্লাহ সা. তোমাকে মিথ্যাচারী মনে করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তুমি কী করে মনে করলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, "যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে।" এরপর নবী সা. আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এ সূরা পাঠ করলেন। এরপর বললেন, হে যায়িদ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[২৪]

৭. মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করার বিধান

ইসলামী শরীয়াতে মিথ্যা বলা সর্বদাই অপরাধ। সেটা তার নিজের ব্যাপারে হোক আর অপরের ব্যাপারে হোক। তাই কোনো ব্যক্তি যদি নিজে কোনো স্বপ্ন না দেখে নিজের থেকে বানিয়ে কোনো স্বপ্ন কারো কাছে বলে তার জন্য কিয়ামতের দিন আযাবের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ .

ইবনু 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি

২৪. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৬১৭।

বলেছেন, যে লোক এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি, তাকে দু'টি যবের দানায় গিট দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা কখনও পারবে না।[২৫]

৮. রাসূলের নামে কেউ মিথ্যা হাদীস বললে তার হুকুম

মিথ্যা বলা হারাম ও কবিরা গুনাহ হলেও রাসুলের নামে বানিয়ে মিথ্যা বলা সবচেয়ে মারাত্মক কবিরা গুনাহ। এর শাস্তিও ভয়াবহ আর তা হলো জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ সা. নিজেই এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

"তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না, কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।"[২৬]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যুবাইর ইবনুল আউয়াম রা.বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.বলেছেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[২৭]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় জানা যায়, সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

''আমি যা বলি নি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[২৮]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ সা. উম্মাতকে তাঁর নামে মিথ্যা বলার বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং প্রায় ১০০ জন সাহাবী এ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।

৯. অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার বিধান

মিথ্যা বলা মহা পাপ। এটি সর্বজন বিদিত। তবে এখানে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা আর অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার গুনাহ সমান নয়। কেউ যদি বাধ্য হয়ে কোনো প্রকার মিথ্যা কথা বলে, তাহলে তার জন্য মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না। এ ক্ষেত্রে উলামাদের ইজমা রয়েছে।

১০. মিথ্যা বলার বৈধ স্থান

সত্য বলে নিজ উদ্দেশ্য হাসিল করা ও ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা বলার কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই বরং মিথ্যা বলা হারাম ও জঘন্যতম গর্হিত কাজ। কিন্তু চুড়ান্ত পর্যায়ের অপারগ হলে মিথ্যা বলা জায়েয।

---

২৫. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৬১৮।
২৬. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১১৬।
২৭. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১০৭।
২৮. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১০৮।

এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ তা ওয়াজিবও হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.

আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তিনস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলা জায়েয নয়, স্ত্রীর সাথে ভালবাসার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে; যুদ্ধের ময়দানে কাফিরের সাথে যুদ্ধ বিষয়ে, এবং লোকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে।[২৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ বলেন :

جوازُ كذب الإنسانِ على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمَّن ضرَر ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه.

"একমাত্র মিথ্যার মাধ্যমে হক্ব(অধিকার রক্ষা) পর্যন্ত পৌঁছা নির্দিষ্ট হলে নিজের উপর বা অন্যর উপর মিথ্যা বলা জায়েয যখন এতে অন্যর কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না।"

এ সম্পর্কে ইমাম নববী রাহ বলেন,

مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ فَكُلُّ مَقْصُودٍ الكَذِبِ يَحْرُمُ الكَذِبُ فِيهِ ، وإنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلاَّ بالكَذِبِ، جازَ الكَذِبُ. ثُمَّ إنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الكَذِبُ مُبَاحاً ، وإنْ كَانَ وَاجِباً.

প্রত্যেক ঐ প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য, যাতে মিথ্যা ব্যতীত পৌঁছা সম্ভব, সেখানে মিথ্যা বলা হারাম।কিন্তু যদি তাতে মিথ্যা ব্যতীত পৌঁছা সম্ভব না হয়,তাহলে সেথায় মিথ্যা বলা জায়েয। যদি উক্ত মাকসাদ অর্জন করা মুবাহ হয় তাহলে মিথ্যা বলে উক্ত মাকসাদ অর্জন করা মুবাহ।আর যদি মাকসাদ অর্জন করা ওয়াজিব হয় তাহলে মিথ্যা বলে তা অর্জন করা ওয়াজিব।

১১. সাওম রেখে মিথ্যা কথা বললে সাওম রাখা বৃথা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মাতে মুহাম্মাদির উপর দীর্ঘ একমাস সাওম পালন ফরয করে দিয়েছেন, যাতে তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে। আর এর মাধ্যমে অর্জিত হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেমন, ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।"[৩০]

---

২৯. তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-১৯৩৯।

৩০. সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৩।

তাক্বওয়া হলো আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় বাস্তাবায়ন করা, তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। যার অন্যতম প্রশিক্ষণের মাধ্যম হলো সঠিকভাবে সাওম পালন। তাই কেউ যদি মানবাত্ম বিধ্বংসী গুণ মিথ্যার মতো কোনো অভ্যাস পরিত্যাগ করতে না পারে, তাহলে তার এই সাওম পালন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায়রাসূলুল্লাহ সা. বলেনত,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"যে ব্যক্তি (সাওম রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যা অভ্যাস ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার পরিহার করা আল্লাহর কোনো দরকার নেই।"[৩১]

১২. যিনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তি

যে লোক কোন পুরুষ বা মেয়েলোককে যিনার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করবে, এ অভিযোগ রাষ্ট্র প্রধান-তথা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের হবে, তাকে আশি দোররার শাস্তি দেয়া হবে। তবে অভিযোগকারী যদি তার অভিযোগের সমর্থনে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"আর যেসব লোক সুরক্ষিত চরিত্রবান মেয়েলোকদের উপর যিনার অভিযোগ আনে পরে সে জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপিত করে না, তাদের আশিটি দোররা মার। তাদের সাক্ষ্য কখনই কবুল করবে না। ওরা ফাসিক। তবে যারা এই অপরাধ থেকে অতপর তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ (তাদের জন্য) নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।"[৩২]

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সাতটি বিষয় কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু,

৩১. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৮০৪।
৩২. সূরা আন-নূর, আয়াত : ৪-৫।

হারামকৃত হত্যা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধ হতে পলায়ন করা এবং সতী মু'মিন স্ত্রীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।[৩৩]

১৩. উপহাস ছলে মিথ্যা বলার বিধান

ইসলামী শরীয়াতে মিথ্যা বলা বৈধ নয়। মিথ্যা বললে কবিরাহ গোনাহ হয়।অনেক রসিক ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে থাকেন। তাতে তার ইহলৌকিক অন্য কোন ফায়দা নেই। অথচ সে অন্যকে ফুর্তি দেয়ার জন্যই এমন জঘন্য কাজ করে থাকে। তাই উপহাস ছলেও মিথ্যা বলা বৈধ নয়। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য একটু জান্নাতের পার্শ্বদেশ, একটু জান্নাতের মধ্যভাগ এবং অপর আর একটি জান্নাতের উপরিভাগে গৃহের জমিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করে, উপহাসছলে হলেও মিথ্যা কথা বর্জন করে, আর নিজ চরিত্রকে সুন্দর করে।"

এ ছাড়া কাউকে হাসাবার উদেশ্যেও কৌতুক করে মিথ্যা বলা বৈধ নয়। আর যে এমন জঘন্য কাজ করবে তার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সা. কঠিন সতর্কবার্তা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

وَيْلٌ لِلَّذِيْن يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ.

সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদেশ্যে মিথ্যা বলে। তাঁর জন্য সর্বনাশ, তাঁর জন্য সর্বনাশ।[৩৪]

উপসংহার

ইসলামী আইনে মিথ্যা একটি গুরুতর অপরাধ; পাপও বটে। এটি সকল পাপাচারের সূচনা ঘটায়। তাছাড়া মিথ্যা দ্বারা মানুষ ভালো কিছু অর্জন করতে পারে না। মিথ্যা বলা মহাপাপ। মিথ্যাবাদিকে কেউ বিশ্বাস করে না। এজন্যই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। মিথ্যা সকল পাপের মূল। এ কারণে আল্লাহ পাক মিথ্যা থেকে বিরত থাকার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বক্ষমান প্রবন্ধে মিথ্যা বিষয়ে বিধান উল্লেখ পূর্বক সেগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ননা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে যে মিথ্যাচার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ধর্মীয় অনুশাসন পরিপালন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে মিথ্যাকে মন থেকে ঘৃণা ও ধর্মের অনুসরণ অন্যতম কার্যকর উপায় হতে পারে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে মিথ্যা নামক এই পাপ কার্য থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন। ■

---

৩৩. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৫৬।

৩৪. তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২৩১৫।

ইসলাম ও রাজনীতি কি আলাদা : একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ

ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান নেই বলে অনেকে রাজনীতি থেকে ইসলামকে আলাদা করে দেখে। মনে করে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম। হিন্দু ধর্মে নানা পর্বে কিছু পূজা-অর্চনা হয়। খিস্টান, বৌদ্ধ ধর্মে গীর্জা, পেগোডাকেন্দ্রিক সপ্তাহ বা বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করা হয়, নিরামিষ খাওয়া ও মাঝে মাঝে উপবাসব্রত পালন করা হয়। এসব ধর্মে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোনো বিধি-বিধান নেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি-বিধানে তারা মানবরচিত আইন বা কোনো পরাশক্তির রাষ্ট্রীয় আইনের অনুসরণ করে। ধর্মকে তারা নৈতিক বা সার্বজনীন কল্যাণে ব্যবহার করে না। এটা তাদের মূর্খতা বা স্বেচ্ছাচারী জীবনের মোহের কারণ হতে পারে।

ইসলামকেও তারা একান্ত ব্যক্তিগত ও ঐচ্ছিক বিষয় মনে করে কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সার্বিক কল্যাণের বিধান হিসেবে পালন করে না। তারা মসজিদ, মাদরাসা বা হুজরাখানায় ইসলামকে আবদ্ধ করে রাখে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে তারা সংকোচিত করে রাখে। ইসলামে যে জীবন যাপনের সর্ব দিকের দিকনির্দেশনা আছে, তা তারা নিজেদের অজ্ঞতা, স্বার্থান্ধতা বা অপরাধ ঢাকার হীন উদ্দেশ্যে এড়িয়ে চলে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা দুশ্চরিত্র ও স্বৈরাচারী চরিত্রের মানুষের হাতে চলে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

"নিশ্চয়ই পৃথিবীর রাজত্ব পরিচালনা করবে আমার সৎকর্মশীল বান্দারা।"[১]

কুরআনে যাবতীয় বস্তু ও বিষয়ের পরিচয় ও সমাধানের কথা আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলেছেন:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি এই কিতাব আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যা সব বস্তু ও বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এবং যা সঠিক পথ নির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ প্রদান করে তাদের জন্য, যারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে।"[২]

১. সূরা আল আম্বিয়া,আয়াত : ১০৫
২. সূরা আন নাহল,আয়াত : ৮৯

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ-

"আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মতো এক একটি উম্মত। আমি কিতাবে কোনো কিছুর বর্ণনা বাকি রাখিনি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।"[৩]

এ সব আয়াতে বোঝা যায় আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে অন্ন-বস্ত্রসহ যাবতীয় বস্তু, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ সমাধান বর্ণনা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'লার সৃষ্ট মানুষেরা সে মোতাবেক তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করবে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম :

ইসলসামকে একটি পরিপূর্ণ দীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْأِسْلَامُ-

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মনোনীত দীন বা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম আলইসলাম।"[৪]

ইসলাম শুধু মসজিদ, মাদরাসা, খানকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইসলামি জীবন বিধান ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিকে আল্লাহর অনুগত গোলামে পরিণত করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল্লাহর আইন অনুযায়ী পরিচালনা করে মানবতার মুক্তি সাধন করেছেন। যার বাস্তব নজির মদিনায় কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অপূর্ণাঙ্গ ইসলাম চর্চা :

আমাদের দেশে এক শ্রেণির মুসলমানদের দেখা যায়, তারা মসজিদে মসজিদে ঘুরে ঘুরে মানুষকে শুধু নামাযের দিকে দাওয়াত দেন এবং কিছু ফাজায়েলে আমলের কিতাব পড়ে শোনান। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সেটা বাস্তবায়নের কোনো চিন্তা তাদের মাথায় নেই। সমাজ যে অসৎ, নাস্তিক ও কাফির-মুশরিকদের তাবেদারদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং ইসলামের বিধি-নিষেধ উপেক্ষিত হচ্ছে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই।

তারা ইসলামের প্রাথমিক কিছু কাজ- সূরা, কিরাত সহীহ করা ও নামায-রোযার মতো ব্যক্তিগত আমলের তা'লিম দিচ্ছে ভালো কথা, কিন্তু নামাজীদের দ্বারা সমাজ পরিচালনার পরিকল্পনা তাদের নেই।

---

৩. সূরা আল আন'আম ,আয়াত : ৩৮

৪. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯

এমনকি যারা ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগির পাশাপাশি ইসলামের বিধানকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করছে, তাদেরকে নৈতিকভাবে সমর্থন দিয়ে সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতি আন্তরিক ও কার্যকরী সম্মতিও তারা দিচ্ছেন না। তারা ইসলামের পাল্লায় ভোটটি প্রদান করতে পারেন। তাহলে আল্লাহদ্রোহী শক্তি পরাজিত হতে পারে। মানুষ শোষণমুক্ত ইসলামি কল্যাণরাষ্ট উপহার পেতে পারে।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের স্বেচ্ছাচারিতা :

আরেক শ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীখ্যাত মানুষ আছে, যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা জেনেও নিজেদের স্বেচ্ছাচারী জীবন উপভোগ করার জন্য ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অন্তরায় মনে করে। এদের মধ্যে অনেকে নাস্তিকদের ও মুসলিম বিরোধী পরাশক্তির এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তারা চরিত্র বিধ্বংসী নাস্তিক্যবাদী শিক্ষানীতি ও সমাজনীতি বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

ক'দিন আগে নারীবাদীদের সংস্কারমালা পেশ তার নিকৃষ্ট উদাহরণ। তারা পিতার সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান বণ্টন চায়, যা সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী সুপারিশ। আলকুরআন নারীদের মর্যাদা সমুন্নত করেছে মানুষ হিসেবে ও অর্থনৈতিকভাবে। নারীরা পিতার সম্পদে অংশ পায় ,স্বামীর সম্পদে অংশ পায়। ভাইয়ের সন্তান না থাকলে সে সম্পদেও নারীরা অংশ পায়। বিয়ের সময় নারীরা স্বামীর পক্ষ থেকে দেনমোহর হিসেবে সম্মানজনক অর্থ ও স্বর্ণ অলংকার প্রাপ্ত হয়। যা পুরুষরা পায় না। এতে করে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়। পিতার অবর্তমানে নারীরা ভাইদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করে। আবার কোনো নারী বিধবা হলে ভাইয়েরা তার দায়িত্ব পালন করে। এজন্য ইসলাম পুরুষদেরকে পিতার সম্পত্তিতে নারীর দ্বিগুণ অংশ ধার্য করেছে। এটা সাম্য ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন। এতে নারীদের অধিকার ক্ষুন্ন হয় না বরং তাদের মর্যাদা ও রক্ত সম্পর্ককে আরো মজবুত, আরো সমুন্নত করে।

তাছাড়া নারীদের কোনো ব্যক্তিগত আয় উপার্জনে তাদের স্বামীদের বা শশুর পক্ষের কোনো অধিকার নেই। নারীরা তার উপার্জনের একক মালিকানার অধিকারী। এতেও নারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদা সংরক্ষিত হয়। এ মর্যাদা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে।

নারীবাদীরা বেশ্যাবৃত্তিকে সমর্থন করে এবং সেই নিকৃষ্ট নারীদেরকে যৌনকর্মী হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করে, যা অত্যন্ত ঘৃণিত, মানবতাবিরোধী এবং ইসলাম বিরোধী। ইসলাম সব শ্রেণির মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে এবং তাদেরকে মান-সম্মত কর্ম সংস্থানের জন্য উৎসাহিত করে। কিন্তু নারীবাদীরা একটি চরিত্র বিধ্বংসী বিকৃত রুচির পেশাকে সমর্থন দেয় যা কোনো সভ্যসমাজ বা কোনো ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়। যিনা ব্যভিচার ইসলামে নিষিদ্ধ যা সমাজকে কলুষিত করে এবং ব্যক্তি চরিত্রকে ধ্বংস করে । আল্লাহ তা'আলা আল-কোরআনে ঘোষণা করেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا–

"তোমারা যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেওনা, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।"[৫]

রাজনীতিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব :

আরেক শ্রেণির মানুষ আছে যারা ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রাজনীতিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে। রাজ্যের বিচার ফায়সালা চলবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ–

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারা অস্বীকারকারী কাফির।"[৬]

আল্লাহ তাআলা আরও ঘোষণা করেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ–

"শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।"[৭]

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

"জেনে রাখো সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশ ও তাঁরই।"[৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও জাতীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ভাষায় :

عن جرير ابن عبد الله ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منهم بعقاب قبل ان يموتو

"জারীর ইবন 'আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে কোনো ব্যক্তি পাপ কাজ করতে থাকে আর সে জাতির কর্তৃত্বশীল লোকেরা তার পাপ কাজ করার পথ বন্ধ করে দিতে সমর্থ হয়েও যদি তা না করে, তবে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতই তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাদের ওপর এক কঠিন বিপদ ও আযাব চাপিয়ে দেবেন।"[৯]

---

৫. সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৩২
৬. সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত : ৪৪
৭. সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৪০
৮. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৫৪
৯. আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩৩৮

একথা বাস্তব সত্য যে, তথাকথিত রাজনীতিকরা ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করতে চায় সেক্যুলার ও নাস্তিক্যতাবাদীদের এজেন্ট হিসেবে এদেশ থেকে ইসলামি মূল্যবোধকে নস্যাৎ করার জন্য।

ইসলামি অর্থনীতি :

ইসলামে শোষণমুক্ত অর্থনীতি চালু করা হয়েছে। জড়বাদী অর্থনীতিকদের মতো ইসলাম মানুষকে অর্থনৈতিক জীব হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে তাদের জৈবিক চাহিদা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ অনুভূতি পূরণ করার সাথে সাথে তার ব্যক্তি সত্তাকে মৌলিক গুরুত্ব দিয়ে এক নিপুণ অর্থ ব্যবস্থা চালু করেছে। সম্পদ অর্জন মানুষের নিজস্ব কোনো কর্তৃত্ব নয়, এটি একমাত্র আল্লাহর রহমত ও বদৌলতে মানুষকে দান করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সব সময় মানুষকে এ কথা স্মরণ করতে বলেছেন :

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ-

"তিনি যে সম্পদে তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন সে সম্পদ থেকে খরচ করো।"[১০]

ইসলামে মওজুদদারীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ-

"যারা সোনা রুপা জমা করে রাখে আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও।"[১১]

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে সুদের ব্যাপারে সতর্ক ঘোষণা করেছেন :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا—

"আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[১২]

এভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আল ইসলামকে রাসূলের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের পূর্ণ অনুসরণেই মানবতার মুক্তি ও সার্বিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। যারা ইসলামের বিরোধিতা করে তারা মূলত নাস্তিক্যতাবাদীদের দালাল ও দোসর হিসেবে কাজ করছে। যারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এবং অজ্ঞতাবশত ইসলামের বিরোধিতা করে তারা মূলত শয়তানের অনুসারী।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে একটি কল্যাণধর্মী ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে সুগম করে দিন এবং একদল সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি মানবিক ও সর্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তাওফিক দান করুন। ■

লেখক: শিক্ষাবিদ, গবেষক, কবি ও গীতিকার

১০. সূরা আল হাদিদ, আয়াত : ৭

১১. সূরা আত তাওবা, আয়াত : ৩৪

১২. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৭৫

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, মার্কিন হামলা ও চুক্তি ভঙ্গুরতা

মীযানুল করীম

ইরান-ইসরায়েল ১২ দিন যুদ্ধের পর থেমে গেছে। তবে কখন আবার যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে ঠিক নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পুরা যুদ্ধের কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছেন। তবে তার কথায় বাড়াবাড়ি রয়েছে। তিনি বলেছেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আল খামেনিকে তিনি খতম করবেন। তিনি তা পারেননি। এখন ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বার বার বলছেন, আলী খামেনিকে খতম করবেন। তিনি কতটুকু পারবেন, দেখা যাবে। সব নিয়ে চুক্তি ভঙ্গুর হয়ে গেছে।

যুদ্ধবিরতিতে ইরান-ইসরায়েল

টানা ১২ দিন পাল্টাপাল্টি হামলার পর যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইরান ও ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তৎপরতায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশ। যুদ্ধবিরতি পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার আগেই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ এনেছে ইরান ও ইসরায়েল।

১৩ জুন ইরানে ইসরায়েলের হামলা, জবাবে পর দিন থেকে ইসরায়েলে পাল্টা হামলা ইরানের। চলমান পাল্টাপাল্টি এই সংঘাতের মধ্যে ২৯ জুন ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা।

জবাবে এক দিন পর ২৩ জুন কাতারে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ইরানের হামলা ১২ দিন চলমান এমন পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেন ট্রাম্প।

সামরিক বাহিনী বেশ কয়েক কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ও সদস্য, পরমাণু বিজ্ঞানী ও বেসামরিক নাগরিকসহ ৬ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন । এ ছাড়া হামলায় বিভিন্ন পরমাণু স্থাপনা, সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইসরায়েলে হতাহতের সংখ্যার হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যমের দেওয়া তথ্য মতে, ইসরায়েলের ২৪ জুন পর্যন্ত অন্তত ২৮ জন নিহত হয়েছে। ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কার্যালয়, বিমানবন্দর, বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় হামলার দাবি করেছে ইরান।

কাতারের আল উদেইদ মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ইরানের হামলাার কয়েক ঘণ্টা পর সামজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে প্রথম যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন ট্রাম্প। তখন যুক্তরাষ্ট্রের সময় ২৩ জুন সন্ধ্যা ৬টা। যুদ্ধবিরতির একটি সময়সীমাও বেঁধে দেন তিনি। সে অনুযায়ী প্রথমে ইরান ও পরে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি কার্যকর করবে।

ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, ইরানের যুদ্ধবিরতি শুরুর ১২ ঘণ্টার পর স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭ টায় যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার কথা বলে ইসরায়েলের। যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার কথা জানান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানে ইসরায়েলের "সব লক্ষ্য' অর্জন হয়েছে।

যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে ইসরায়েল ইরানে নিজেদের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করেন তেহরানভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর মিডল ইস্ট ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষক আব্বাস আসলানি। তিনি আল-জাজিরাকে বলেন, এই সংঘাতে ইসরায়েলের লক্ষ্য ছিল ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলো ধ্বংস করা এবং দেশটিতে সরকার পরিবর্তন করা। ইরানে পরমাণু স্থাপনায় হামলা হলেও সেগুলো আগে থেকেই খালি করা হয়েছিল। সে দেশে সরকারও পরিবর্তন হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতি যদি শেষ পর্যন্ত টিকে যায়, তাহলে বলা চলে, ইসরায়েল ইরানে লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

ট্রাম্পের ঘোষিত সময় অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি শুরুর আগে গত ২৪ জুন ইরানে ইসরায়েল ব্যাপক হামলা চালায়। ইরানের দিক থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা থেকে। কিন্তু এর আগে-পরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে নিরাপদে থাকতে ছয়বার সতর্কবার্তা জারি করে ইসরায়েল। দেশটির দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে বাজতে থাকে সাইরেন। তেল আবিব থেকে শোনা যায় বিস্ফোরণের বিকট শব্দ। একটি ভিডিওতে দক্ষিণ ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হতে দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পরমাণু স্থাপনা ধ্বংস করতে পারেনি

ইরানের তিনটি পরমাণু স্থাপনা 'নিশ্চিহ্ন' করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু পারেনি। মার্কিন গোয়েন্দাদের গোপন প্রতিবেদনেই এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধ্বংস তো হয়নি, হামলায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচি কয়েক মাস পিছিয়েছে মাত্র। ইরানের পরমাণু স্থাপনায় মার্কিন হামলার প্রভাব নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা (ডিআইএ)। এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামলা চালিয়ে পরমাণু প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে পেরেছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থাপনার ভুগর্ভস্থ ভবনগুলো ধ্বংস করতে পারেনি।

ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দ্বারপ্রান্তে- এ অভিযোগ তুলে ১৩ জুন দেশটিতে হামলা চালায় ইসরায়েল। আট দিন ইসরায়েল ও ইরানের হামলার মধ্যে ২১ জুন দিবাগত রাতে ইরানের প্রধান তিনটি পরমাণু স্থাপনা-ফার্দো, নাতাঞ্জ ও ইসফাহানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।

হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেনে করেন, এসব স্থাপনা 'পুরোপুরি ধ্বংস' করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দাদের মূল্যায়ন বলছে ভিন্ন কথা।

হামলার জবাবে ২৩ জুন রাতে কাতারে মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। এরপর ২৪ জুন ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন ট্রাম্প।

সেদিনই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের ১২ দিনের সংঘাতের অবসান ঘটে।

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র যে লক্ষ্যের কথা বলে ইরানে হাসলা চালিয়েছিল, সেই লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয় যুদ্ধবিরতির পরই। কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোর? এরই মধ্যে এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার তৈরি করা গোপন প্রতিবেদন ফাঁস হয়ে যায়।

ইরানের তিন পরমাণু স্থাপনায় বি-২ বোমারু বিমান থেকে ৩০ হাজার পাউন্ড বা ১৩ টনের বেশি ওজনের বোমা দিয়ে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি ক্ষেপণাস্ত্রও ছোঁড়ে এসব স্থাপনা লক্ষ্য করে। এর আগে ইসরায়েলি বাহিনীও এ তিনটি স্থাপনায় বোমা হামলা চালিয়েছিল।

গোপন প্রতিবেদন সম্পর্কে জানেন, এমন কর্মকর্তাদের বরাতে মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, হামলায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচির অগ্রগতি শুধু ছয় মাসের মতো পিছিয়ে দিয়েছে। হামলার আগেই ইরান নিজেদের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরিয়ে ফেলেছে। এতে হামলায় পরমাণু উপাদানের খুব সামান্যই ধ্বংস হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইউরেনিয়ামের কিছু অংশ গোপন পরমাণু স্থাপনাগুলোয় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যস ট্রুথ সোশ্যালে এ নিয়ে লেখেন, ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।"

মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদন নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবরকে 'ভুয়া' বলে দাবি করেছে হোয়াইট হাউসও। ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলা নিয়ে মার্কিন গোয়েন্দারা যে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, হোয়াইট হাউস বাধ্য হয়ে সেটা স্বীকার করেছে।

সিএনএন ও নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরপরই হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, প্রতিবেদনে মূল্যায়নের তথ্য পুরোপুরি ভুল। এটা 'অত্যন্ত গোপনীয়' একটি বিষয়। কিন্তু গোয়ান্দাদের মধ্যে 'নিম্ন শ্রেণির অযোগ্য ব্যক্তি' এটা ফাঁস করে দিয়েছেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথও ট্রাম্পের সুরে কথা বলেছেন। গোয়েন্দা প্রতিবেদনের তথ্য ফাঁস হওয়ার পর এ নিয়ে কিছুটা ভিন্ন কথা বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তিনি বলেছেন, হামলায় ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোর উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনের কিছু অংশ নিয়ে সিএনএন খবর প্রকাশ করে। এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে নিউইয়র্ক টাইমস। এই প্রতিবেদন তৈরির জন্য যেসব কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, তাঁরা বলেন, প্রাথমিক প্রতিবেদনটি এখনো গোপন নথির পর্যায়ভুক্ত।

প্রায় সব প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের ধারণার চেয়েও অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোর। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের পরমাণু উপকরণের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার সক্ষমতা ইরানের আছে। তারা যদি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যেই তারা তা করতে পারবে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের একজন বলেন, ডিআইয়ের মূল্যায়ন হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পরমাণু কর্মসূচির অগ্রগতি হয়তো কয়েক মাস পিছিয়ে দিতে পেরেছে।

মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, পাঁচ পৃষ্ঠার এই গোপন প্রতিবেদন শুধু প্রাথমিক মূল্যায়ন। তথ্য সংগ্রহের পর এবং এ তিন পরমাণু স্থাপনা নিয়ে ইরানের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নতুন মূল্যায়ন আসবে। এ পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে যেসন প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো 'মিশ্র' প্রকৃতির এবং 'চূড়ান্ত' কিছু তৈরি করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের এসব কর্মকর্তা বলেন, হামলায় ফার্দোর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাহাড়ের ভেতরে অবস্থিত এ স্থাপনার হামলা থেকে সুরক্ষার জন্য অনেক গভীরে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রবেশপথ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ইরান দ্রুত এ ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় আবার ডুতদে পারকে একং বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা মেরামত ও সরানো যন্ত্রপাতি পুনঃস্থাপন করতে পারবে।

ইসরায়েলের মূল্যায়নও মার্কিন হামলার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানান, তাঁদের সংগ্রহ করা তথ্য অনুযায়ী, ফার্দোর ভূগর্ভস্থ স্থাপনা ধ্বংস হয়নি।

ইসরায়েলি কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন; তাঁরাও মনে করেন, ইরান কিছু ছোট ও গোপন ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে; যেন বড় স্থাপনা আংক্রান্ত হলেও এ কর্মসূচি চালিয়ে নেওয়া যায়।

গোয়েন্দাদের মূল্যায়ন সত্ত্বেও ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের দাবিতে অটল থাকার বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন জেনারেল বেন হজেস বলেন, হামলা চালানোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইরানের পরমাণু স্থাপনা ধ্বংস করার ট্রাম্পের দাবি ছিল 'পুরোপুরি ভুল'।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই শীর্ষ পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তা বলেন, আমরা এমন স্থাপনার কথা বলছি, যেগুলো পাহাড়ের অনেক গভীরে তৈরি করা হয়েছে। হামলার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এত দ্রুত কোনো মূল্যায়ন বা উপসংহার টানা অসম্ভব।

ইরান সরকার উৎখাতে হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েল

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি বলেছেন, জুন মাসে ১২ দিনের ইসরায়েলি হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামিক প্রজাতন্ত্রটির শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সরকারকে উৎখাত করা। বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে আলী খামেনী বলেন, 'ইরানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংবেদনশীল স্থাপনায় আঘাত হেনে শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করাই ছিল আগ্রাসনকারীদের পরিকল্পনা।' এই বৈঠকের একটি ভিডিও খামেনির ওয়েবসাইটে একাশ করা হয়েছে। ভিডিওতে শোনা যায়, বক্তব্যে খামেনি বলেছেন, 'ইসরায়েলিদের এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং জনগণকে রাস্তায় নামিয়ে এনে সরকারকে উৎখাত করা। ১৩ জুন ইরানে বোমা হামলা

শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। চলে টানা ১২ দিন। হামলায় ইরানের কয়েকজন পরমাণুবিজ্ঞানী নিহত হন। ২৪ জুন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হঠাৎ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

চীন তেল কিনলে আপত্তি নেই ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের কাছ থেকে চীন তাদের তেল কেনা চালিয়ে যেতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'আশা' করেন চীন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও 'অনেক' কিছু কিনবে। ওপেক সদস্য ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার তিন দিন পর চীনকেও বার্তা দিলেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, "চীন এখন ইরান থেকে তেল কেনা চালিয়ে যেতে পারে। আশা করি, তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও অনেক কিছু কিনবে।"

ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়ার পর ট্রাম্পের এ পোস্ট এলো। গত জানুয়ারীতে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পরই ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি পরমাণু কর্মসূচি এবং মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সন্ত্রাসে অর্থায়নের অভিযোগে ইরানকে সর্বোচ্চ চাপে ফেলবেন। ইরানকে কেন্দ্র করে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর মধ্যে চীনের বেশ কয়েকটি তথাকথিত স্বাধীন 'টিপট' তেল শোধনাগার ও বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানও ছিল। ইরানের তেল কেনায় তারা এই নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে।

ইরান থেকে তেল কেনার নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি প্রত্যাহার হবে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ, পররাষ্ট্র দফতর ও কংগ্রেস পদক্ষেপ নেয়ার পর। তবে মার্কিন প্রশাসন চাইলে এসব নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নাও রাখতে পারে। বৈশ্বিক বাজারে ইরানি তেলের প্রবাহ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চীন বা অন্যান্য দেশ ইরানের কাছ থেকে তেল কেনা বাড়িয়ে দিলে তা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র সর্বোচ্চ তেল রফতানিকারক সৌদি আরবকে ক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে।

ইরানের হামলায় ক্ষতিপূরণ দাবি ৩৯ হাজার ইসরায়েলির

আনাদোলু জানায়, টানা ১২ দিনের সংঘাতের পর ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। এর মাধ্যমে সংঘাতের আপাত ইতি ঘটলেও ইরানের হামলায় হওয়া ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইসরায়েলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় ক্ষতিপূরণ চাইছে ইসরায়েলের হাজারো নাগরিক। দাবির সংখ্যা প্রায় ৩৯ হাজারে পৌঁছে গেছে। ইসরায়েলের পত্রিকা ইয়োদিয়থ আহারোনোথ জানিয়েছে, গত ১৩ জুন থেকে ইসরায়েল-ইরান সংঘাত শুরু হওয়ার পর

দেশটির ট্যাক্স অথরিটির অধীনে থাকা ক্ষতিপুরণ তহবিলে ৩৮ হাজার ৭০০টি দাবি নিবন্ধিত হয়েছে।

এই দাবিগুলোর মধ্যে ভবনের ক্ষতির জন্য ৩০ হাজার ৮০৯টি, যানবাহনের ক্ষতির জন্য ৩ হাজার ৭১৩ এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য ৪ হাজার ৮৫টি ক্ষতি পূরণ

চাওয়া হয়েছে। পত্রিকাটি জানিয়েছে, অনুমান করা হচ্ছে আরো হাজারো ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যেগুলোর জন্য এখনো কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি জমা দেয়া হয়নি।

ইসরায়েলের আল্ট্রা সম্প্রদায়ভিত্তিক ওয়েবসাইট বেহাদরেই হারোদিম জানিয়েছে, কেবল তেল আবিবেই ক্ষতিপূরণের দাবি জমা পড়েছে ২৪ হাজার ৯৩২, যা সর্বাধিক। আসকেলন শহর থেকে জমা পড়েছে ১০ হাজার ৭৯৩টি দাবি। এই বিপুল সংখ্যক দাবির জন্য কত টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে, সে সম্পর্কে সরকারিভাবে কোনো মূল্যায়ন প্রকাশ করা হয়নি।

১৩ জুন থেকে ইসরায়েল ইরানের সামরিক ও পারমাণবিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালায়। ইসরায়েল দাবি করে, ইরান নাকি পারমাণবিক বোমা তৈরির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, যদিও ইরান দৃঢ়ভাবে এই দাবি অস্বীকার করে আসছে। এর জবাবে ইরানও পাল্টা ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠে যে, যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং গত ২২ জুন ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালায়। এই টানা ১২ দিনের আকাশ যুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হঠাৎ এক ঘোষণায় জানান যে, ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সংসাতের আপাতত অবসান ঘটানো হয়েছে।

ইরানের মিত্র শক্তি হিজবুল্লাহর যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখান

লেবানন ভিত্তিক ইরানের মিত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর নেতা নাইম কাসেম যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বজায় রাখতে তাদের অস্ত্র ছাড়া সম্ভব নয় এবং লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসন ঠেকাতে হিজবুল্লাহর অস্ত্র অপরিহার্য। এক ভিডিও বার্তায় কাসেম বলেন, আমরা আত্মসমর্পন করব না এবং ইসরায়েল আমাদের অস্ত্র কেড়ে দিতে পারবে না। অস্ত্র ছাড়া প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

এই মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক উদ্যোগে বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মার্কিন বিশেষ দূত থমাস ব্যারাক (যিনি বর্তমানে তুরস্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও সিরিয়াবিষয়ক দূত হিসেবে কাজ করছেন) গত জুন মাসে লেবাননের ও ইসরায়েলের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেন যার মধ্যে হিজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণ অন্যতম।

লেবাননের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালাম এক স্বাক্ষাৎকারে বলেন, হিজবুল্লাহর অস্ত্র ২০০০ সালে দক্ষিণ লেবাননকে ইসরায়েলি দখল থেকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সেই অস্ত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবকে সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত । যা ইসরায়েলের সম্ভাব্য পিছু হটার পথ তৈরি করতে পারে।

কাসেম যুক্তিতে বলেন, লেবানন বর্তমানে অস্তিত্বগত হুমকির মুখে। এই হুমকি দূর করার পর আমরা প্রতিরক্ষা কৌশল বা জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তিনি অভিযোগ করেন, লেবাননের সেনাবাহিনী ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের সৃষ্টির পর থেকে ইসরায়েলি আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাই হিজবুল্লাহর অস্তিত্ব অপরিহার্য।

মার্কিন হামলায় সার্বভৌম অধিকার লঙ্ঘিত

ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলাকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা স্বার্থ ও ভৌগলিক অখন্ডতার অধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন আখ্যা দিয়ে নিন্দা জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া। মধ্যপ্রাচ্যের এখানকার উত্তেজনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলই দায়ী। মন্তব্য করে পিয়ংইয়ং বলেছে, পশ্চিমারা তেল আবিবের 'অন্তহীন যুদ্ধ ও ভূ-খন্ড সম্প্রসারণকে উৎসাহ জোগাচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব বলেছে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। যুক্তরাষ্ট্রের ইরান আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানায় উত্তর কোরিয়া। এ ঘটনা সার্বভৌম দেশের ভৌগলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা স্বার্থকে নৃশংসভাবে পদদলিত করেছে।

'ন্যায় পরায়ণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধবাজ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা এবং প্রত্যাখ্যান করা"। এক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এমনটা বলেছেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা কেসিএনএ। ইরান ও পারমাণবিক অস্ত্রধর উত্তর কোরিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। দুই দেশ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বানানোসহ সামরিক খাতে একে অপরকে নানা সহায়তা করছে বলে পশ্চিমা গোয়েন্দারা সন্দেহ করে আসছেন।

"পিয়ং ইয়ং হয়তো ইরানের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলো পুনর্গঠনে সহায়তা দিতে পারে; এ কেন্দ্রগুলো নতুন স্থানেও বানানো হতে পারে, যাতে নজর এড়ানো যায়। বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এণ্ডাওমেন্ট যার ইন্টারন্যাশনাল পিসের অঙ্কিত পান্ডা।

"অস্ত্রের নকশার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় আছে যেগুলো উত্তর কোরিয়া প্রকাশ করতে চায় না, 'এগুলো তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নস্যাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করতে পারে' বলেছেন তিনি। পিয়ং ইয়ংয়ের অস্ত্র তৈরির ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রচলিত বিস্ফোরকের ব্যাপারে তেহরানকে সহায়তা দিতেও পারে, বলেছেন অঙ্কিত। উত্তর কোরিয়া সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের আরেক মিত্র মস্কোর সাথে সামরিক সহযোগিতা বাড়িয়েছে।

ভুয়া অজুহাত ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ও ক্ষেপনাস্ত্র হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া। দেশটি এসব হামলাকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন, উসকানিমূলক বিপজ্জক' বলে মন্তব্য করেছে। তারা সর্তক করে বলেছে, এসব পদক্ষেপ মধ্যপ্রাচ্যকে একটি বড় যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। এমনকি পারমাণবিক বিপর্যস্ত হতে পারে।

জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেন জিয়া বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইন এবং পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) লঙ্ঘন করেছে। রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্র একরকম 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিয়েছে। এখন কেউ জানে না এর পরিণতি কী হতে পারে। তিনি আরো

বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইআইএ) তত্ত্বাবধানে থাকা পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতামতকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করেছে।
রাশিয়া বলছে, ইরান যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার আগের মুল্যায়নও একই কথা বলছে।
কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার দেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনকে উড়িয়ে দিয়েছেন। নেবেন জিয়া অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র মনগড়া গল্প বানিয়ে বল প্রয়োগের অজুহাত খুঁজছে এবং ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি ঘিরে তৈরি হওয়া কূটনৈতিক কাঠামোকে নষ্ট করছে।
রাশিয়া জরুরি পদক্ষেপের পাশাপাশি চীন ও পাকিস্তানের সাথে মিলে জাতিসংঘে একটি খসড়া প্রস্তাব জমা দিয়েছে। এতে অবিলম্বে নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি এবং ইরানের পারমাণবিক ইস্যুতে কূটনৈতিক আলোচনায় ফিরে যাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।
ইসরায়েলের সাথে ইরানের যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ থামানোর কৃত্বিত নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধান সাহায্য দাতা। যুক্তরাষ্ট্রই ইসরায়েলকে টিকিয়ে রেখেছে। ট্রাম্প যুক্তরাস্ট্রের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতাহীন ব্যবসায়ী প্রেসিডেন্ট। তিনি শুধু মুসলিম, কালো ও বিদেশী বিদ্বেষীই নন, তিনি ইহুদী লবির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল। তাঁর জামাতা ইহুদী। ট্রাম্পের এবাবের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি; এক. ইরান সরকার উৎখাত করা, দুই. ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনীকে হত্যা করা, তিন. ইরানের পারমাণবিক শক্তি বিনাশ করা। তিনি কোনোটাই পারেন নাই। ইরান সরকার টিকে আছে, আলী খামেনী বেঁচে আছেন এবং পারমাণবিক শক্তিও বিনাশ হয় নাই। এরপরও তিনি কৃতিত্ব নিতে চান। তদুপরি নিজে হাসির পাত্র হয়েছেন। ইরান-ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি কত দিন টিকে এটা হচ্ছে বড় প্রশ্ন। ■

"মাসিক পৃথিবী"

নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

প্রশ্ন-১ ঃ কোন ব্যক্তি জানাযার নামাযে বিলম্বে পৌঁছলে বা বিলম্বে শরিক হলে তার বাদ পড়া তাকবীরগুলো কিভাবে আদায় করবে?

আমিনুর রহমান
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

উত্তর ঃ মুক্তাদির কর্তব্য হবে জানাযার সালাতে যখনই সে পৌঁছুবে অবিলম্বে তাকবীর তাহরীমা বলে ইমামের সাথে জানাযায় শরিক হয়ে যাবে, ইমাম যদি চতুর্থ তাকবীর বলে ফেলেন তবুও। আর অবশিষ্ট তাকবীর গুলি (যদি এক বা একাধিক তাকবীর ইতপূর্বে ইমাম বলে ফেলেন তাহলে) ইমামের সালাম ফিরানোর পর এক এক করে সংশ্লিষ্ট দু'আ পাঠ করা সহ তাকবীরগুলি বলতে হবে।

জানাযায় শরিক হওয়ার সময় যদি এটি কোন তাকবীর তা জানা যায় তাহলে ওই তাকবীরের দু'আ পড়তে হবে যা ইমামও পড়ছেন। আর বাদ পড়া তাকবীরগুলিতে অবশিষ্ট দু'আসমূহ ধারাবাহিকভাবে পড়তে হবে। ইমাম কোন্ তাকবীরে আছেন সেটা যদি না জানা যায় তাহলে প্রথম তাকবীরের দু'আ অর্থাৎ সানা পাঠ করতে হবে। এরপর এই ধারাবাহিকতায় দু'আসমূহ পড়তে হবে। বাদ পড়া তাকবীরগুলিতে দু'আ পড়তে থাকা অবস্থায় যদি লাশ নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে দু'আ পড়া ছাড়াই কেবল অবশিষ্ট তাকবীরগুলো বলে সালাম ফিরিয়ে জানাযার সালাত শেষ করতে হবে।

যদি লাশ উঠিয়ে নেয় কিন্তু এখনো লাশ জমিনের (মাটির) নিকটবর্তী রয়েছে তাহলে দু'আ পড়া ছাড়াই কেবল অবশিষ্ট তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হবে।

কিন্তু লাশ যদি লাশ বহনকারীদের কাঁধের কাছে পৌছে যায় তাহলে তখন আর তাকবীর বলবেন না, কেননা তখন আর জানাযার সালাত সহীহ হবে না। (আহসানুল ফাতওয়া; খন্ড-৪, পৃষ্ঠ-১৯০-১৯১)

প্রশ্ন-২ ঃ বিদ'আত কি ও কাকে বলে? বিদ'আত কি ইসলামের জন্য ক্ষতিকর? ক্ষতিকর হলে কতটা ক্ষতিকর সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

শামীম হোসাইন
মৌলভীবাজার, সিলেট

উত্তর ঃ আমরা শুরুতে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আরবি অভিধান থেকে বিদ'আতের সংজ্ঞা বা বিবরণ দেব, এরপর অন্যান্য প্রশ্নের জবাব দেব।

বিদ'আতের সংজ্ঞা ঃ দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করার পর দ্বীনের মধ্যে নতুন ও অভিনব যা কিছু সংযোজন করা হয় তা-ই বিদ'আত। অন্য ভাষায় দিনের মধ্যে নতুন, সাম্প্রতিক ভুঁইফোড় ও নব প্রবর্তিত সকল কিছুই বিদ'আত। (দেখুন লিসানুল আরব ,খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬)

কিংবা দ্বীন ও ধর্মে নব উদ্ভাবিত সংস্কার বা ঐ সকল আকিদা ও আমল যার কোন ভিত্তি কল্যাণ যুগে (সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন এবং তাবে তাবেঈনদের যুগে) পাওয়া যায় না তাই বিদ'আত। (মিসবাহুল লূগাত, বিদ'আত শব্দ দ্রষ্টব্য)

দিন ও ইসলামে বিদ'আত হল সেই সব আকিদা-বিশ্বাস, আমল ও কাজ যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরী'আত সম্মত করেননি বা বৈধতা দেননি। (শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (র), মাজমূ'উ ফাতওয়া, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা : ১০৭-১০৮)

বিদ'আত ফসলি জমিতে ঘাস ও পরগাছার মত। ঘাস ও পরগাছা যেমন মূল ও আসল ফসলকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমনকি বিনাশ করে দেয়। তদ্রুপ বিদ'আতও মূল দ্বীনকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমনকি দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের প্রচলন ঘটলে সাধারণ মানুষ তো বটেই, বড় বড় মুহাক্কিক আলিম ছাড়া সাধারণ আলিমরাও কোন্‌টা দ্বীন আর কোন্‌টা বিদ'আত তা ফারাক করতে পারবে না।

তখন মারদূদ শয়তান বিদ'আতকে দ্বীনি রং লাগিয়ে বিদ'আতকেই দ্বীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবে। আর দ্বীন ইসলাম ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও বিলীন হয়ে যেতে থাকবে। এই জন্যই ইসলামের বড় বড় ও মুহাক্কিক আলিমগণ বিদ'আতের ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার, কঠোর ও অনমনীয়।

প্রশ্ন-৩ ঃ বড় ধরনের পাপী কোনো লোক তাওবা না করে মারা গেলে পরকালে তার মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

সাইদুর রহমান
শরীয়তপুর

উত্তর ঃ মুসলিম সমাজে অসংখ্য নামধারী মুসলিম আছে যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ধার ধারেনা। এমনকি জুমু'আর সালাতেও যায় না। যায় শুধু দুই ঈদের সালাতে। আর কিছু লোক আছে যারা দুই ঈদের সালাতেও যায় জুমু'আর সালাতেও যায় কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেনা। আর কিছু আছে যারা মন চাইলে কখনো সালাত আদায় করল মন চাইলো না সালাত আদায় করল না।

সমাজের এই তিন শ্রেণীর লোক সবাই নিজেদেরকে মুসলিম ও মুমিন মনে করে থাকে।

তাদের এই মনে করাটা তাদের নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে। প্রকৃতপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথারীতি আদায় করা ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না এবং পরকালীন অনন্ত জীবনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তিও পেতে পারে না।

আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথারীতি আদায় করলে এই সালাতেই তাকে পাপ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। সেই সাথে তাকে প্রতিদিন তওবা ও ইস্তেগফার করার প্রতি উৎসাহিত ও ধাবিত করবে। ফলে তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করার অভিযোগ ও আশঙ্কা থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কবিরা গুনাহ করে ফেলেছে এরূপ কোন ব্যক্তি যদি কবিরা গুনাহ থেকে তওবা না করে মারা যায় তার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারে চলে যায়। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। তাওবা ছাড়া কোনো মুসলিমের মৃত্যুবরণ করা বড়ই অনাকাঙ্ক্ষিত ও পরিতাপের বিষয়।

এ থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হবে, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যখনই কোন পাপ কাজ হয়ে যায়, বিলম্ব না করে তখনই তাওবা ও ইস্তিগফার করা। সেই সাথে দিনের শেষে এশার সালাত আদায়ের পর কিংবা শোয়ার সময় সারাদিনের কর্মকাণ্ডের হিসাব করা বা আত্মপর্যালোচনা করা। এতে যা কিছু ভালো পাওয়া যাবে তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় ও পাপের কোন কাজ হয়ে থাকলে তার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করা, আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তাওবা ইস্তিগফার করে তাসবিহ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া।

প্রশ্ন-৪ ঃ কারাগারে সাধারণত জুমু'আ মসজিদ থাকে না এবং কারাবন্দীদের জুমু'আর সালাত পড়ারও সুব্যবস্থা নেই। ফলে তাদের জুমু'আর সালাতের পরিবর্তে যোহরের সালাত পড়তে হয়। আমার প্রশ্ন হল- কারাগারে শুক্রবারে যোহরের সালাত কখন পড়বে? জুমু'আর সালাত আদায়ের পর অথবা যোহরের ওয়াক্তের শুরুতে পড়া যাবে?

মুশফিকুর রহমান
কাপাসিয়া, গাজীপুর

উত্তর ঃ কারাগারের কারাবন্দীরাই শুধু নয় বরং যে কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি বা কতিপয় লোক যদি জুমু'আর সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে তাদের যোহরের সালাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো জুমু'আর জামা'আত সম্পন্ন হওয়ার পর যোহরের সালাত আদায় করবে। এর আগেও যদি কেউ আদায় করতে চায় বা আদায় করে তাহলে সেটা নাজায়েয বা হারাম হবে না বরং মাকরুহ তানযীহি হবে। (রাদ্দুল মুহতার, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৬৭, আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৯)

প্রশ্ন-৫ ঃ সাধারণ জনগণের মাঝে একটা কথা প্রচলিত আছে মাসজিদে জুমু'আর সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাসা বাড়িতে মহিলারা যোহরের সালাত পড়তে পারবে না। এ কথাটা কি সঠিক? ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি আছে কিনা?

আলী আহমেদ
কচুয়া, চাঁদপুর

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, "হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য তোমাদেরকে ডাকা হয় তখন তোমরা

আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কর।" (সূরা আল জুমু'আ-৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ফিকাহাবিদগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, জুমু'আর আযানের পর কেনা-বেচা এবং অন্য সব রকমের কাজ কারবার হারাম। এ নির্দেশ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে জুমু'আর সালাত ফরয।

তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী, শিশু, ক্রীতদাস ও অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফিরকে এ ফরয পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অর্থাৎ জুমু'আর সালাত আদায় করা তাদের জন্য ফরয নয় বরং ঐচ্ছিক। (আল কুরআনের পয়গাম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭৩)

নারীদেরকে যেহেতু জুমু'আর সালাত আদায় করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সেহেতু তাদের যোহরের সালাত আদায় করার সাথে জুমু'আর সালাতের কোন সম্পর্ক নেই। তবে তারা চাইলে জুমাবারে মাসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে সালাতুল জুমু'আ আদায় করতে পারে। আর সালাতুল জুমু'আ আদায় করলে যোহরের সালাত আদায় করতে হবে না।

অতএব মাসজিদে জুমু'আর সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাসা বাড়িতে মহিলারা যোহরের সালাত আদায় করতে পারবে না এ কথাটি সঠিক নয়। তাছাড়া এ কথাটা কোরআন ও হাদিসের কোথাও নেই এবং ফিকাহাবিদগণের কেউ এমন কথা বলেননি।

প্রশ্ন-৬ ঃ তাকবীরে তাশরিক কাকে বলে?

মুন্নী আকতার
নিমসার, কুমিল্লা

উত্তর ঃ জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লাহিল হামদ' এই তাকবীরটি অন্তত একবার করে উচ্চস্বরে পড়া প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ওয়াযিব। এই তাকবীরকে তাকবীরে তাশরিক বলা হয়। আর এই দিনগুলিকে আইয়ামে তাশরিক বলা হয়।

প্রশ্ন-৭ ঃ আইয়ামে তাশরীকে কাযা হওয়া নামায অন্য সময় আদায় করলে, অনুরূপভাবে অন্য সময় কাযা হওয়া নামায আইয়ামে তাশরীকে আদায় করলে তাকবীরে তাশরিক ওয়াজিব হবে কিনা?

জাবেদ মুহাম্মদ
মীরপুর, ঢাকা

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের জবাব তথা এই মাসা'আলার চার অবস্থা হতে পারে। কেবল এক অবস্থায় তাকবীরে তাশরিক ওয়াজিব হবে। বাকি তিন অবস্থায় তাকবীরে তাশরিক ওয়াজিব নয়।

কুরবানীর ঈদের দিনগুলিতে কাযা হওয়া সালাত ওই বছরেই ঈদের দিনগুলিতে আদায় করা হলে তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব হবে অন্যথায় নয়। এই মাসা'আলার চারটি অবস্থা

হতে পারে।

যেমন-

প্রথম ঃ ঈদের দিনগুলির পূর্বের কাযা সালাত ঈদের দিনগুলিতে আদায় করা হলে।

দ্বিতীয় ঃ ঈদের দিনগুলির কাযা সালাত ঈদের দিনগুলি ছাড়া অন্য সময় আদায় করা হলে।

তৃতীয় ঃ ঈদের দিনগুলির কাযা সালাত পরের বছরের ঈদের দিনগুলিতে আদায় করা হলে।

চতুর্থ ঃ ঈদের দিনগুলির কাযা সালাত সেই বছরেই ঈদের দিনগুলিতে আদায় করা হলে।

কেবল শেষোক্ত অবস্থায় তাকবীরে তাশরিক ওয়াযিব হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় তাকবীরে তাশরিক ওয়াযিব নয়।

(রাদ্দুল মুহতার, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৮৬; আহসানুল ফাতাওয়া, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৯)

প্রশ্ন-৮ ঃ খালেদা নামক এক মহিলা আপন ভাইয়ের সাথে হাজ্জে যাওয়ার জন্য টাকা জমা দেয় এবং টিকিটও কাটে। এমতাবস্থায় হঠাৎ তার স্বামী মারা যায়। জানার বিষয় হল- খালেদার স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত পালনকালে হাজ্জের সফরে যাওয়া বৈধ হবে কিনা?

সাহিদা বেগম

বগুড়া

উত্তর ঃ খালেদার স্বামী মারা যাওয়ার কারণে তার স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন পালন করা জরুরী। এই ইদ্দতের মধ্যে তার হাজ্জের সফরে যাওয়া জায়েয হবে না। এমতাবস্থায় তার করণীয় হবে- তিনি এ বছর হাজ্জে যাওয়া স্থগিত করে স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবেন এবং পরবর্তীতে হাজ্জ পালন করবেন। হাদিসে এসেছে-

اِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابْ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّ عَنْهُنَّ اَزْوَاجَهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বামী মৃত্যু জনিত ইদ্দত পালনকারী (হাজ্জে গমনেচ্ছু) নারীদেরকে বাইদা নামক স্থান থেকে ফিরিয়ে দিতেন, তাদেরকে হাজ্জ পালন করতে নিষেধ করতেন।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, অধ্যায় : তালাক, হাদীস নং-৮৮)

প্রশ্ন-৯ ঃ আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছেন যারা নাজায়েয ও হারাম পন্থায় যেমন চুরি, ডাকাতি, সুদি কারবার, ঘুষ ও ধোঁকা, প্রতারণা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়েন।

এদের মধ্যে অনেকেরই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মৃত্যু, কবর ও পরকালের কথা স্মরণ করে এবং অতীত জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের কথা মনে করে মনো কষ্ট ও আফসোসের বেদনায় হায় হায় করতে থাকেন। আর নামায, রোযা ও মাসজিদ-মাদ্রাসামুখী হয়ে শেষ রক্ষার আশায় বুক বাঁধেন ও আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

আমার জানার বিষয় হল- মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যৌবনকালে নাজায়েয ও হারাম পন্থায় যেসব অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে তার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি?

আবদুল গফুর
খুলনা

উত্তর ঃ চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ প্রভৃতির মাধ্যমে লোকেরা যেসব অর্থ-সম্পদ উপার্জন করেছেন তারা তার মালিক নন যতক্ষণ পর্যন্ত এসব অর্থ সম্পদ তার মূল মালিককে ফেরত না দেওয়া হবে, কিংবা তাদের কাছ থেকে মাফ চেয়ে মাফ করিয়ে না নেয়া হবে। এসব অর্থ-সম্পদের দৃষ্টান্ত হবে মৃত জন্তু, শুকরের গোস্তের ন্যয়।

এছাড়া যত পন্থা-ই অবলম্বন করা হোক না কেন একে পাক-পবিত্র ও হালাল করার কোন উপায় ও সুযোগ নেই। এসব নাজায়েয ও হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ-সম্পদ ব্যক্তি নিজেও ভোগ-ব্যবহার করতে পারবেন না, হাদিয়া হিসেবে কাউকে দিতেও পারবে না এবং সাওয়াবের নিয়তে দানও করতে পারবে না। বরং কারো মাথায় যদি ময়লা ও নোংরা কোন জিনিসের বোঝা থাকে সে সেটাকে ঘৃনাভরে নিক্ষেপ করে যেমন হাফ ছেড়ে বাঁচে, তেমনি নাজায়েয ও হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া দরিদ্র লোকদের মাঝে কিংবা দুর্ভিক্ষ কবলিত লোকদের মাঝে দান করে দিয়ে শেষ রক্ষা পেতে হবে। অন্যথায় এর পরিণতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও বিভীষিকাময়।

প্রশ্ন-১০ ঃ এক লোক ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছে। জমা টাকার উপরে ব্যাংক থেকে তাকে সুদ দিয়েছে। অপরদিকে অফিসিয়াল একটা কাজ ঘুষ দেয়া ছাড়া করানো সম্ভব হচ্ছে না। সে সুদের টাকা দিয়ে ঘুষ দিল। অর্থাৎ হারাম দিয়ে হারাম কাজ মিটালো। তার যুক্তি হলো সুদ হারাম এবং ঘুষ দেওয়াও হারাম। আমি হারাম দিয়ে হারাম মিটালাম। আমি তো হারাম খাই নাই, আমার গুনাহ হবে কেন?

আয়েশা সিদ্দিকা
হালীশহর, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ লোকটি ব্যাংক থেকে দেয়া সুদের টাকা গ্রহণ করেছে। এতে তার সুদ নেয়া ও খাওয়া হল এবং সুদ খাওয়ার পাপে সে পাপী হলো। অপরদিকে অফিসিয়াল প্রয়োজনীয় কাজে সে ঘুষ দিয়েছে এতে সে ঘুষ দেয়ার পাপ করেছে। সে হালাল টাকা দিয়েছে না হারাম টাকা দিয়ে ঘুষ দিয়েছে এটা বিবেচনার বিষয় নয়। অতএব এতে সে দ্বিগুণ পাপ করেছে। কারণ সুদও খেয়েছে এবং ঘুষও দিয়েছে।

- ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

পাইকারী ৩৭% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে ক্রয় করুন

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	দারসুল কুরআন সংকলন-১-২	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৪৫/-
২	দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ	৪১০/
৩	দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩	ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া	৩৬০/-
৪	কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	১৭০/-
৫	আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	ড. মরিস বুকাইলি	১০০/-
৬	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
৭	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৪১২০/
৮	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২৩৯০/-
৯	সুনান আবু দাউদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
১০	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২২৬০/-
১১	মুসনাদে আহমাদ (১)	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	৩৫০/
১২	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১৩৩০/-
১৩	শু'আবুল ঈমান	ইমাম বাইহাকী (র)	১২০/-
১৪	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪৫০/-
১৫	আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)	ড. আহমদ আলী	৭৫০/-
১৬	উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)	ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক	৩৫০/-
১৭	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২৩৪০/-
১৮	তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১১২০/-
১৯	ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৮০/-
২০	ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১৬০/-
২১	কবিরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী (র)	১৮০/-
২২	আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	৩৯০/-
২৩	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	৪২০/-
২৪	আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৮০/-
২৫	উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭৫/-
২৬	মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র)	৬০/-
২৭	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	১৪০/-
২৮	নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১০০/-
২৯	পর্দার আসল রূপ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-

৩০	দি সোর্ড অব আল্লাহ	লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.)	৩৫০/-
৩১	দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া	ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক	১৪০/-
৩২	মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
৩৩	মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	৬০০/-
৩৪	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
৩৫	আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৩৬	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৪০/-
৩৭	ইসলামী নেতৃত্ব	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৩৮	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	১৩০/-
৩৯	ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪০	সুদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪১	আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র)	৪২০/-
৪২	আল্লাহর পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৪৩	সফল জীবনের পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৪৪	রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি	ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ	৪০০/-
৪৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৬	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৭	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	২২০/-
৪৮	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-
৪৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	৩৫/-
৫০	আল্লাহর হক মানুষের হক	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৫০/-
৫১	ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক	৪০০/-
৫২	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৪০০/-
৫৩	নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩০/-
৫৪	রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১১০/-
৫৫	গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫)	সংকলিত	২১৯৫/-
৫৬	যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৫৭	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৬০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com